জল থেকে জলে

জল থেকে জলে

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

কলকাতা - ৭০০০৪৫

JAL THEKE JALE

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী, ২০১১

গ্রন্থসত্ত্ব

রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

সর্বাণী গঙ্গোপাধ্যায়

বি ৩/৩ রিজেন্ট, সোনারপুর

কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

১৭০/৪৩ লেক গার্ডেন্স

কলকাতা - ৭০০০৪৫

মুদ্রক

অমিত ব্যানার্জী

টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য

একশ টাকা

উৎসর্গ

ড. সুপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- লঘু মুহূর্ত
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

রচনা ১৯৯৫-'৯৬

কবিতা

শাদা পাতা শেষ হয় শাদা পাতা শুরু হয় শুধু
পাতার আড়াল থেকে হেসে ওঠে ভেসে চ'লে যায়—
মুগ্ধ মূঢ় কবি তার গমনপথের দিকে চেয়ে থাকে ধূ ধূ
সামান্য জীবন—তাকে নষ্ট করে শব্দের খেলায়

কবে যে সুদূরলোকে কোনো এক মায়াবী সকালে
অহেতুক ভালবেসে এই ব্যথা এই দাহ তাপ
পথে পথে কেটে গেল প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মায়াজালে
মনে পড়ে সেই মুখ সেই চোখ একাকী নিষ্পাপ

প্রতিটি মুহূর্তে কার নূপুরের শব্দে আশঙ্কিত!
প্রতিটি শব্দের বাইরে দূরে ওকি কিসের ঝঙ্কার!
কে খেলা থামাতে বলে? জয় পরাজয়ের অতীত
অলৌকিক অপব্যয়ে পাতার আড়ালে হাসি কার?

স্বভাব। পারে না যেতে ছেড়ে যেতে। তাই তুমি হাসো।
কবির আজন্ম দুঃখী উদাসীন কঠিন প্রান্তর
দিগন্ত ছাপিয়ে নামে গ্রীষ্ম আর বর্ষা, নেই ঘাসও।
কোথায় নিবদ্ধ নীল স্নেহ কই মৃত্তিকার ঘর?

বিশ্বাসপ্রবণ একা কবি যায় গোধূলির দিকে
সামান্য জীবন—তবু অসামান্য আর একটি সকাল
অন্ধকার ছিঁড়ে আনতে বহু দূরে একা শুধু লিখে
তুমি হাসো কাছাকাছি ছড়িয়ে স্বপ্নের মায়াজাল

শাদা পাতা শেষ হয় শাদা পাতা শুরু হয় তার
ব্যথিত ব্যাকুল শিরা শেকড়ের সামাজিক ভার।

আসক্তি

কিছুই পারিনা ফেলতে এই দুঃখ এই সুখ ভয়
এই স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার চোরাস্রোত জয় পরাজয়
বুক ফাটা ইঁটের বাড়ি উই কাঁটালতার বাগান
ঝরাপাতা বাঁকা পথ ভাঙাচোরা ভিখিরির গান

যদি তুমি কোনোদিন রাগ করো হিসেব মেলাতে
যদি প্রয়োজন হয় পাঁজরতলের ব্যথা গভীর গোপন
আমার দুঃখের নীল কারুকার্য তাই রাখি যাতে
তোমার না কষ্ট হয় যত্ন স্বপ্নে রাখি এই নষ্ট মন

রাখি পুণ্য রাখি পাপ ভালবাসা এমনকি ঘৃণা
বিশ্বাসের পাশাপাশি অবিশ্বাস এবং সংশয়
শুধু থাকবে নভোনীলে অনলে অনলে এ মানিনা
তুমিই আসক্তি এই মুঠোভর্তি এ জীবনময়

কিছুই পারি না ফেলতে ত্যাগ করতে সামান্য স্পর্ধায়
স্বচ্ছন্দে চলেছি ভেসে স্রোতোময় নিবিড় নৌকায়

সাহস

আমি যে নামের কাঙাল সে তুমি জানো
তাই দেখবার আগেই দীক্ষা নিয়ে
কোন ভোর থেকে গোধূলি দাঁড়িয়ে আছি

আমি যে দেহের পিপাসাকাতর কতো
সেও ভালো জানো রূপলাগি আঁখি শুনে
আরো ভালো বোঝো শরীরে শরীরে থেকে

মেলাই যখনই গার্হস্থ্য সন্ন্যাস
মাত্রাবৃত্তে অক্ষরগুলি ভয়ে কাঁপে থরো থরো
তুমি জানো আমি এ সাহস কবে
কোথায় পেয়েছিলাম।

কাটাকুটি

একেবারে লিখে ফেলি অমুদ্রিত থাকবে বলে। আর
রবীন্দ্রনাথের মতো কাটাকুটি অসম্ভব। যাতে
না লিখেও ফুটে উঠবে তুমি বা তোমার
ব্যক্তিগত মুহূর্ত তফাতে।

প্রবণতা

এখন সমস্ত কথা ঘুরিয়ে জটিল ক'রে বলতে হয়
কী বলবে শেষ পর্যন্ত আজ বিজ্ঞাপন গুলি?
তোমার মুখের কোনো রেখা নেই তবু তুমি আছো
কোথাও প্রেমের কোনো চিহ্ন নেই তবু আছে প্রেম
কোথাও বিপ্লব নেই তবু পরিবর্তনের স্রোত
কোথাও মনের কোনো তৃপ্তি নেই জ্ঞানের বোধির
তবুও শিরোপা দিতে রায় দিতে হয় কবিতাকে।

কার সাধ্য এখন স্পষ্টভাবে বলে ঈশ্বর আছেন!

কে যেন অনুজ্ঞা আজ টাঙিয়ে দিয়েছে পথে পথে
সব ভাষা বদলে নিতে হবে প্রকাশভঙ্গীও—

বীভৎস বিচিত্র তীব্র সংবেদনে কেঁপে ওঠে মন
অজস্র বিষাক্ত লতাপাতা ও শেকড়ে ছেয়ে যায়
আদিম মন্ত্রের মতো রহস্যজর্জর অমোঘতা।

সমস্ত জটিল জলে ভেসে যায় কুটিল প্রবাহে
শুধু নামটুকু থাক চরের মতন জেগে এই প্রাণপণ!

ধারাবাহিক

সব উত্তেজনা ক্রমে শেষ হয় কিনারে দাঁড়ালে
সব গল্প থেমে যায় ফুরোয় মুড়োয় নটে গাছ
কী যেন মনের মধ্যে কে যেন মনের মধ্যে শুধু
সাংকেতিক আলো জ্বালে নেভায় ও জ্বালে ও নেভায়
স্পষ্ট হয় কষ্টকর স্মৃতি বিস্মৃতির রেখাগুলি
ভুল বোঝাবুঝি গুলি সফল সম্পর্ক ভাঙাচোরা
স্তব্ধবাক বুকভর্তি জলে ভাসে পদ্মপাতা, তাতে
কয়েক ফোঁটা দিন কাঁপে টলোমলো
স্বপ্নের মতন।

বিষণ্ণ বিজন দিন স্বর মাত্রা অক্ষরের বৃত্তে ব্যবহৃত
কোথাও চমক নেই আলো নেই আভাহীন প্রতিভাবিহীন

অক্ষমতা ক্ষমাপ্রার্থী নতমুখ করজোড়ে কাঁপে
অর্থহীন গল্প শেষে
অন্যপারে অসীম দেখায়
একটু একটু আলো ফুটছে আর একটি কাহিনী
তারার আলোর মতো জ্ব'লে উঠছে নিভে যাবে বলে
আর কাঁপছে উত্তেজিত মুড়োনো নটের দুটি পাতা!

সমস্ত কিছুই যায় শেষ হয় তবুও অশেষ ফিরে আসে
আশ্চর্য বিরোধাভাসে বেজে ওঠে জীবন-রুচিরা

স্বৈরিণী

লিখতে লিখতে ভুলে গেছিলাম
তাই নেই কোনোখানে নাম

তাকে কী বাকি তো আছে সব
এমনকি গোপনীয় তিলেরও বৈভব

পরিচর্যা ভারাতুর মায়াবী বিকেল
একটি দুটি কবিতায় ছিলো না অঢেল?

কয়েকটি সামান্য চিঠি চন্দনের ফ্রেমে
রাখে কেউ? অন্তত এ অতীন্দ্রিয় প্রেমে!

কখনো পারি না খেলতে বড় অনাগ্রহ
দেখতে খুবই ভালো লাগে হই না অসহ

লিখতে লিখতে এই দেখাশোনা
বইয়ের পাতায় থাক ঃ তোমাকে দেবো না

কথা

এই সানুদেশে এসে হেসে ওঠো ওষ্ঠের অম্বয়ে
গম্ভীর পাথর খসে গড়িয়ে গড়িয়ে চ'লে যায়
সে শব্দে সংকটে পড়ে প্রথাসিদ্ধ অভিজ্ঞতা ভয়
তারপর স্তব্ধবাক সারারাত কথা বলে শুধুই শরীর।

বিষ

দেখা হোক না হোক, একবার
মুখোমুখি হতে আমি যাব।
আমারও পুরনো পথ? কেন
এত প্রথাভার জটিলতা?
শিকড়ে ঝুরিতে ঢেকে যায়
ওই মুখে মুখের সজল।
টলোমলো যে জীবন তাকে
ঝরাতে এমন ঝড় জল!
কোনোদিন বলিনি তোমাকে
কেন আমি পালিয়ে এলাম
কেন তাকে নিজের দু'হাতে
প্রতিদিন এভাবে ভাসাই
এই বিষ তোমারই—বলিনি।

মুঠো খুলে

পুরনো সেগুন শাল বৃদ্ধ বট অতি জীর্ণ পথ
পথের দু'ধারে ভাঙা-নির্জনতা খড়ো ঝুপড়ি ধোঁয়া
চার্চের ওপরে চাঁদ কলেজ ট্যাঙ্কের জলে চাঁদ
নতুনচটির বাড়ি ছোলাডাঙার লুপ্ত ভিটেবাড়ি
কাঠজুড়িডাঙার সব খোলা দমবন্ধ চড়াই
কামারপুকুর থেকে উর্ধশ্বাস ছুটে আসা বাস
একঘেয়ে করুণ ক্লান্ত হিজিবিজি প্রত্যহের রেখা
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রোজ প্রতিদিন মুঠোর ভেতর।

শুধু সন্ধে ঘরে ফেরা নিজস্ব সুন্দর সন্ধে হাতে
গোপনে আমলকি রাখে টলোমলো, কলুষজীবন
কী যে শুদ্ধ শুচি হয় অশ্রুবাষ্পে বেদনাসম্বল!
অনাকাঙ্ক্ষাশীলিত হৃদয় ফুটে ওঠে
ভোরের পদ্মের মতো।

দিন ফেরে রাত্রি ফিরে যায়
মুঠোর ভেতর থেকে অনুতাপে অভ্যাসের তাপে
প্রাচীন সেগুন জুড়ে ছেয়ে যায় বৃষ্টির মেঘের মতো ফুল
আমার সমস্ত উল্টোপাল্টা ক'রে হুহু করে হাওয়া
কিছুই তো ভুল নয় ভুল নয়। কোথায় কী ভুল!

যেতে যেতে

আবার প্রথম থেকে পাওয়া যাবে? যদি পাওয়া যেত!
সুদূর স্বপ্নের জলে দিনগুলি রাতগুলি ভেসে চ'লে যায়
আকাশ জানে না জানে মাটির দিগন্তরেখা দু'চোখের সীমা
অজ্ঞাত অজ্ঞেয় মুক্ত নীলাঞ্জন অগ্নিশিখা জানে
আমাকে আড়াল করে লতাপাতা ঘাসের মুকুট অনায়াসে
পাখির বিষণ্ণ ডানা বৃষ্টি ভেজা ধুলোর বালির শাদা পথ
শরীরে শরীরে ছায় স্বচ্ছন্দে পাতার মতো সবুজ হলুদ লাল নীল
ভালবাসি বলে? কেন ভালবাসি? কেন বার বার ভালবাসা!
অনন্তের মালা থেকে অকস্মাৎ এ অকূল নীলে খ'সে যেতে
ইচ্ছের কি মানে হয়? তবু হয়। যেতে যেতে মায়াবী অভয়
মনে পড়ে। আর বলি ঃ আবার প্রথম থেকে পাওয়া যাবে!

সত্য

সুন্দর মিথ্যের মুখ মোহগ্রস্ত ক'রে রাখে ব'লে
তুমি রহস্যের তীব্র অন্তরাল রচনা করেছো।
যদি বলি তাও মিথ্যে?
অন্তরাল ব'লে কিছু নেই।
যদি বলি কার্য আর কারণের সম্বন্ধবিহীন
বুদ্ধের করুণা থেকে ঝ'রে যায় আমাদের পাপ
যদি বলি
এই মিথ্যে এই মোহ এ বীভৎস অন্ধমনস্তাপ
তোমারই কুটিল খেলা?
কে বলেছে তপস্যা সত্যই?
তাহলে মিথ্যার দাহ বঞ্চনার তাপ?
কেন আত্মহননের বাঁকা পথ অসীমে উধাও?

'তোমার মুখের চেয়ে বিশালতা ছিল না ভুবনে'

যমুনা

এই চোখ দেখে নাকি? কী দেখে? মাটির
ধূসর ব্যাকুল পথ পথতরু ডানা মুড়ে বসা
পাখির সজল চোখ মরা নদী সন্ধ্যার মানুষ
ধানের শিষের শব্দ ভাঙাচোরা অশ্বথের ব্যথা
ভোরের শিশির কণা মাটিতে মিশিয়ে থাকা ঘাসে
এই রূপ? চোখ দেখে প্রথাগত; সে কখনো জানে
চলেছে আনন্দস্রোত সীমা ছেড়ে আত্মসমর্পণে
সে কি জানে আমি দেখি অসীম রেখায়
সমস্ত ওষধি কাঁপে বনস্পতি
রূপে রূপান্তরে ভেসে যায়
সুখে দুঃখে আনন্দে ব্যথায়
জন্মের মৃত্যুর গুহামুখে
সে কী দেখে সুদক্ষিণ মুখে
অন্ধ, শুধু চেয়ে থাকে
জানে কাকে বলে সে যমুনা?

গম্ভীরা

বারোটি বছর গেছে বাইরে জলে ঝড়ে চাঁপা রোদে
কিছুই জানোনি।
দেখতে কে এসে শোনায় যেন গান
কে এসে তোমার সঙ্গে খেলে—
সহসা আমাকে একা ফেলে
চ'লে গেছো।
বারো বছরের যবনিকা
সম্মুখে আমার।
তুমি তো চৈতন্য নও আমিও তো সাড়ে তিনজনের
কেউ নই।
শুধু পর্যটনপ্রিয় লোকে
দেখাবে গম্ভীরা।

ফেরা

কোথাও গিয়েছ, ফিরবে, একটু পরে ফিরে আসবে ঘরে।
চায়ের গেলাস কাপ ভাতের থালাটি টুথ ব্রাশ
তারের আলনায় থান বিছানায় মশারী বালিশ
জলের কুঁজোটি শান্ত ঠাকুরের সামনে জপমালা
জানালার পাল্লা খোলা এই শীতেও—
কোথায় গিয়েছ?
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থতলে চেয়ে দেখছো বাড়ি ফিরছে কিনা
ঘুরে ঘুরে বেড়ানো মানুষ?
দেখা হয়নি? চেয়ে চেয়ে
আঁকাবাঁকা আলপথে জল পড়ছে ঝাপসা পথরেখা
পেঁচা ডাকছে ঝুরিময় অন্ধকারে ন'ড়ে উঠছে ভয়
কোথায় দাঁড়িয়ে দেখছো?
আমি একলা আছি
লণ্ঠনের আলো জ্বলছে বৃষ্টির গা ছমছম নির্জন
ছলচ্ছল শব্দ কেউ হেসে উঠছে কথা বলছে কারা
হিমের মতন ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসে আচ্ছন্ন করছে ঘর
এখনো ফিরছো না কেন?

অপেক্ষার সময়ের মালা
টুকরো হয়ে খ'সে পড়ছে
হাওয়ায় তোমার বিষণ্ণতা
কুঁড়ির গন্ধের স্পর্শে তুমি কিছু বলতে চাইছো যেন
দেবচক্ষু তারাদের চোখে কিছু বলতে চাইছো যেন
পাতার গা বেয়ে পড়া বিন্দু বিন্দু জলে
কী কথা জানাও
কী ভাষা অন্তরে ভেসে ওঠে আর মুহূর্তে মিলায়
আমার গোপন নামে ডেকে ওঠো চমকে দিয়ে
ছায়ার মতন
আলোয় মিলিয়ে যাও—বিচ্ছেদের জলে
পদ্মের মতন শুদ্ধ চেয়ে থাকো—
এইভাবে কি ফেরার কথা মা!

দেখা

আমি কি দেখেছি? যেন কোনো জন্ম জন্মান্তর থেকে
অস্ফুট ছায়ার মতো স্মৃতিময় ধূসর প্রান্তর
জেগে ওঠে—তুমি যাও একা একা আমি চেয়ে থাকি
অশ্রুবাষ্পে অসহায় শুধু একবার ফিরেছিলে
একটি মুহূর্ত—যেন মনে পড়ে মনে পড়ে যেন

আমি কি দেখেছি? যেন একদিন খুবই কাছাকাছি—
ধূসর স্মৃতির পথ ভ'রে আছে ধুলোবালি পাতায় পাতায়

অসম্ভব ধূধূ পথ ধূসর প্রান্তর হু হু হাওয়া
শীতের গ্রীষ্মের মুঠো ছিঁড়ে নেয় পুরনো পোশাক
জাগর প্রদীপ প্রায় নিভু নিভু পাঁজরের তলে
অন্ধকার দীক্ষাভার—
আমি কি দেখেছি কোনোদিন?

সন্ন্যাস

কাউকে কিছু না ব'লে চ'লে গেল সৌজন্যতাহীন।
এমনই সন্ন্যাস থেকে ঝুরি নামে শতাব্দীর মাঠে

তারপর বহুকাল কেটে গেলে সহসা একদিন
মাটির গভীর থেকে কোমলতা শিকড়ের মুখে এসে ফাটে।

চমকে ওঠে অন্ধকার কেঁপে ওঠে সবিতৃমণ্ডল
বেদনাহতের পাশে ভাসে তার প্রসন্ন সুন্দর
কোমল করুণ মুখ চোখে স্নেহ মমতা সজল
পদ্মের মতন সব দল মেলে মৃত্তিকার ঘর।

কাউকে বলে না কিছু? কোনো কিছু রূপকে প্রতীকে?
কার্যকারণতাহীন আসা যাওয়া? স্বপ্নের শিয়রে
জাগ্রত সুষুপ্তি দোলে খোলে পথ আকাশের দিকে
আমারই আনন্দপদ্ম ফোটে ঝরে ফোটে আর ঝরে—!

এমনই সন্ন্যাস থেকে দীক্ষাভার মুক্তির বন্ধন
অপরিচয়ের মুখ সুদক্ষিণ সৃষ্টির উৎসব
গ্রহণ বর্জনহীন আমাদের গাঢ় উদ্দীপন
মানুষের কোলাহল সংসারের তীব্র কলরব

অকাল গোধূলি

এখনই কি ফেরে কেউ? দেখ সব আনন্দে চলেছে
যে যার নিজের পথে কী মুখর মায়াবী জগৎ!

কোথায় আঘাত পেলে? অভিমান? দেখ পথে পথে
ধুলোর বালির সোনা শরীরের মনের সম্ভার।

সবাই চলেছে। তুমি নতমুখ। কী যে দেখ ভেতরে তাকাও।
তোমার শরীর থেকে ঝ'রে যায় লতাপাতা ঘাস।

কষ্ট কেন? সব ছিল সবই আছে—তবু কী যে চাও
হাসি কলরব এসে থমকে যায় দুরূহ সম্মুখে

এ কেমন বিরুদ্ধতা এত দ্রোহ এ কোন নিয়ম
কাউকে নেবে না সঙ্গে? কোনো কিছু? শুধুই নিজেকে!

শুধুই নিজেকে নিয়ে এ কেমন উদাসীন যাও
পথে পথে দিকে দিকে নেমে আসে অকাল গোধূলি

তুমি ভোলো অনায়াসে আমরা কী ক'রে সব ভুলি!

সহাবস্থান

একজন জন্মান্ধ শুধু অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই
একজন অক্ষম পঙ্গু পরশ্রীকাতর সঙ্গ হারা
একজন চতুর ধূর্ত প্রতারক বিশ্বাসঘাতকও
একজন নিতান্ত মূর্খ নির্বোধ অসাড়
একজন দাম্ভিক তীব্র উন্নাসিক স্পর্ধাবান স্থির
একজন প্রমত্ত একজন ...
ঠিক সামঞ্জস্য ক'রে
আশ্চর্য উল্লাস নিয়ে আমার ভিতরে
আমার বাহিরে ...
আমি খেতে দিই পরতে দিই, ওরা
তবু অবিশ্বাস করে আমাকে কেননা মাঝে মাঝে
একজন মুণ্ডিত মাথা জানুমাত্র গেরুয়া সন্ন্যাসী
সন্তর্পণে আসে আর চ'লে যায়
কিছুতে থাকে না
মিতবাক কোনোদিন শুধু হাসে কিছুই বলে না
খিদে নেই তেষ্টা নেই মান অপমান নেই তার
একটুকরো পশম নেই এই শীতে
ওদের তবুও কেন ভয়
ছন্দপতনের মতো সন্দেহপ্রবণ প্রাণপণ
শেকড়ে শেকড়ে শুষে অন্তরাত্মা
লুব্ধ ডালপালা
আকাশ গ্রাসের জন্যে হাত বাড়ায় যেই
মুণ্ডিত মস্তক দেখে সীমাহীন রক্তহিম নীল

সত্যকাম

আমি যদি কথা না বলেই থাকি তার মানে এই
নয় যে জানি না বলতে, দেখতে হবে কারা
আমার মুখের দিকে চেয়েছিল।
যদি না বোঝাই
এ লেখার মর্ম কোনো গাড়লকে তার মানে এই
নয় যে জানি না লিখতে, দেখতে হবে কাকে
তর্জমার শ্রমটুকু তুলে দেব।

যদি না বেরোই
ওদের তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পবিত্রতা পথে পথে ফেলে
প্রমাণ হয় না আমি ছুঁইনি দুঃখের ঘন হাত।
অভিজ্ঞতা সংবেদনশীলতা নির্ভর।
বহু কষ্ট ক'রে বাঁধা এক একটি সত্যকাম তার
তাই এত ঋজু ও আনত এই
মাটির বেহালা।

দুঃখ

আজ সারাদিন কোনো অবকাশ ছিলো না আমার।
স্কুল বাস স্কুল বাড়ি বাজার কর্তব্য দায় দায়িত্বশীলতা
আজ পরিচর্যাহীন দুঃখ ছিল সারাদিন কোথায় যে ছিল
এখন ঘুমের আগে একবার তার কাছে যেতে চাই শুধু
একবার শরীর চাই শরীরের কারুকার্যে মুগ্ধ হতে চাই
আর তাই ফাঁকি দিয়ে হয়তো কোথাও কোনো প্রেমিকের কাছে
নদীর কিনারে দেখো ব'সে আছে কিংবা কোনো অপমানিতের
বুকের গভীরে কাঁপছে পদ্ম হয়ে ফুটে উঠছে ঘৃণার মৃণালে।
আজ আমি ঘুমোবো একা আজ দুঃখ কোথাও গিয়েছে
হয়তো একাকী পথতরুতলে সেও ঘুমিয়েছে চোখে জল।

কাল ভোরে স্বপ্নে তাকে প্রতিটি চুম্বনে দেবো শ্রমণের প্রেম।

প্রেমিক

এখন কাছে যাই না খুবই ব্যস্ত আছি।
ব্যক্তিগত স্বপ্ন নিয়ে। পাহাড় প্রমাণ
শব্দ নিয়ে। আসমুদ্র হিমাচলের
স্পর্ধা নিয়ে ঘাসের শীষে বইয়ের পাতায়।
এখন কোনো কথা বলি না হেসে উঠি না
ভ্রূপেক্ষই নেই। এক কণা ধান সমস্ত মাঠ
ছাপিয়ে উঠছে। এক ফোঁটা জল সমস্ত জয়
পরাজয়ের নিশান মুছে উপচে উঠছে।
অসীম নিজে হাত রেখেছে
আমার ডানায়

সময়

আমার শান্তিও নেই অশান্তিও নেই
পঁচিশ বছর আগে লিখেছি একথা
আজ দেখছি বানানো বিবৃতি।

এখন প্রত্যেকটি শব্দ কতো অর্থবান।

একেক সময় কিছু খুঁজে পাইনা হাতে
শব্দহীনতার শুভ্রতাকে ঘিরে স্তব্ধ ব'সে থাকি
অক্লেশে সম্মুখে ভাসে অমল সন্ন্যাস
পাশাপাশি মারাত্মক অবৈধ আচার
শরীর ও আত্মার তীব্র ওতপ্রোত অন্তরঙ্গতায়
অনাশ্রিত পথে পথে একা একা ঘুরি

আমার সমস্ত আছে সব কিছু আছে।

তাই বেদনার ভার। তাই এই ব্যবহার। একা।
দিয়ে যেতে হবে, জানি, কিন্তু কোনভাবে
হাতে তুলে দেব সব ঠিক ঠিক সহৃদয় হাতে
স্বীকৃতির প্রার্থী নাম না লিখে অটল

আপাতত সমর্পণ ঋজু ও আনত

ডাক

প্রতিক্ষণ সন্ধিক্ষণ। ঢাকের আওয়াজ ছাড়া কিছু
শোনা যায় না। ভেতরের দরজা যতই বন্ধ রাখি
স্রোতের মতন ঢোকে কোলাহল। তুমি কোনখানে?
কোথায় কখন বলো দেখা হবে? অকাল গোধূলি
রক্ত মেঘে সুদূরতা শেষ রশ্মিস্মৃতিছটা লেগে
থেমে আছে সকরুণ কয়েক ফোঁটা টলোমলো জল

মায়াবী কৃষক, সব মনে আছে কিছুই ভুলিনি
শুধু মুখোমুখি নই, একদিন দেখা হবে ঠিক
দলহীন একা একা, প্রতিষ্ঠান বিরোধী তোমার

সমস্ত সত্তার পথে ছড়াতে ছড়াতে গেছে দিন
তবু রাতারাতি সংঘ মেহগিনি কাঠের দরজা
প্রতিটি পাথর তুলে ফেলে হবে ধাতব কংক্রীট

প্রতিক্ষণ সন্ধিক্ষণ। সামনে স্থির নবমীর নিশি
তোমার নির্দেশে স্তব্ধ অন্ধকার সুদূর আকাশে
যে যার নিজস্ব বৃত্তে করজোড় শ্বাসরুদ্ধ আলো
আশ্চর্য অনধিগম্য অনন্তে বিদ্যুতে লেখো ঃ আয়
আর বেজে উঠে ঢাক বেজে উঠে ঝমাঝম নাচ
কৃষিসভ্যতার নীল ব্যথিত আকাশে মিশে যায়

কালপুরুষ

যেন জলে ধোয়া যেন পেন্সিলে আঁকা
যেন কবেকার কুয়াশার শাদা ভোর
বুড়ো অশথের সহস্র ডালপালা
খড়ো চালে চালে জ্যোৎস্নার মতো রোদ
বুক ফাটা ইঁটে পোড়ো ভিটে কাঁটালতা
শ্যাওলায় দামে শ্বাসরোধকারী দীঘি
অসংকুচিত অনাহত ধূধূ পথ
নেমে গেছে আর উঠে গেছে আর নেই
শুধু বহু দূর জেগে থাকা নীল চূড়া
সজল কিশোর মরমীয়া দুটি চোখ
হাত ধরে নেমে আকাশ অনতি দূরে
হাওয়া কথা বলে পাতার শব্দ হয়
লাফ দিয়ে ওঠে মেঘেদের উৎরাই
নেমে যায় নীচে ছুঁতে শাদা বালি নদী
চান করে একা সচকিত চাষী বৌ
ডাহুকের ডাক ঝুঁকে থাকা বাবলাতে
ছেঁড়া মাদুরের মতো আকা বাঁকা জমি
মাটির কলস কাঁখে লাল ডুরে পাড়
ধানের গন্ধ চালের গন্ধ রাত
মাদকতাময় নিবিড় নিটোল চাঁদ
স্তব্ধ অসাড় ছমছম কুয়োতলা
আদুল শরীরে পাশ ফিরে ঘন ভোর।

পৃথিবীতে

তুমি কাকে ভালবেসেছিলে?
তুমি কাকে ভালো বাসতে চাও?
এই পৃথিবীতে? বলো কাকে?
তোমার বেদনা নিয়ে ফোটে
সকালে সূর্যের দিকে জবা
তোমার বেদনা নিয়ে ঝরে
সন্ধ্যায় পদ্মের পাপড়িগুলি
সবাই ঘুমিয়ে গেলে কাঁপে
ঘাসে ঘাসে তোমার যন্ত্রণা!
ওরা পৃথিবীকে লজ্জা দিয়ে
তোমার সমস্ত তুলে রাখে
জীবনের কিছুই ফেলে না।

এরকমই। ঠিক আঁকা সুকঠিন আজ
মায়ালোক থেকে সাবধানে তুলে আনা
পঁচিশ বছর কম নয় বহুকাল
আজ ভিড় আজ রাজপথ রাজধানী
ধাতব কুটিল কঠিন করুণাহীন
তাজা চকখড়ি ক্ষয়ে যায় ব্ল্যাকবোর্ডে
ঘোলাজলে মাছ ধূর্ত ধীবরকূল
পথের শহরে শুধু লোক শুধু লোক
জোয়ার ভাঁটায় মুঠোয় মৃত্যু বাঁধা

আজ এরকম। শুধু বিনিদ্র রাত
দুটি হাতে তুলে ধরে স্নেহ নীলাকাশ
প্রৌঢ় হয় না পুরনো কালপুরুষ
মরচে পড়ে না তার তরবারিটিতে
একা জেগে থাকে প্রতিদিন প্রত্যহ

নীচে জলে ধোওয়া পেন্সিলে আঁকা গ্রাম
সচকিত চান চাষী বউ শাদা নদী
এখনো কি শীতে আদুল শরীরে চাঁদ
ডুবে যায় হিমে নীল দূর গিরিখাতে!

সকাল

ভোরগুলি ঢেকে দাও আধো ঘুমে স্বপ্নের চাদরে
দেখতে পাইনা আলো ফুটছে যেন চিত্তাকাশে ধীরে ধীরে
কারুকার্যে ভ'রে উঠছে সন্ধিকাল শিশিরকণায়
পাতার আড়ালে ডানা মুড়ে থাকা পাখির দুচোখে
পদ্মের কুড়ির নম্র উন্মোচিত আত্মনিবেদনে
তোমার আশ্চর্য আলো স্বপ্নে ভোরে ভেসে ভেসে যায়
এই আধোঘুমটুকু ভাঙাও না ভালোবেসে স্নেহে
তাই কিছুটা স্বপ্নে রাখো খানিক অস্বচ্ছ জাগরণে
মমতা মাখানো নীল চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখো
পৃথিবীর স্নান আহ্নিক শেষ হয় বেড়ে ওঠে বেলা
জীবিকার হাত এসে ছুঁয়ে ফেলে, ত্রস্ত ত্রসরেণু
জেগে উঠি চমকে উঠি বেজে উঠি বিক্ষিপ্ত উল্লাসে
আত্মহননের শিল্পে ডুবে যাই নিজেরই চারপাশে

দীক্ষা

প্রথম দিনের মতো ভয়
দ্বিতীয় দিনেও থাকে নাকি
প্রথম বারের মতো জয়
দ্বিতীয় কিছুটা দেয় ফাঁকি

তাবলে কি দ্বিতীয় তৃতীয়
দু'হাতে সরিয়ে রাখা যায়
অভ্যাসের অভিজ্ঞতা প্রিয়
আরাধ্য আনত প্রার্থনায়

অনুশাসনের ভয় পথে
অগোচরে প্রথার বিশ্বাস
তবু দুঃসাহসে কোনো মতে
খোলো সুন্দরের অন্তর্বাস

প্রথম দিনের উত্তেজনা
প্রতিদিন থাকবে মুখর
সেই শিল্প আমি শেখাবো না
কথা দিয়েছি বন্ধুকে প্রখর

অনুশাসন

বাসে ওঠো ভিড়ে মেশো বাস থেকে নামো
চকিতে তাকাও আমি চোখ রাখি আকাশের মেঘে
তৎক্ষণাৎ—আর কিছু মনে নেই সারাদিন রাত
ভালো লেখে—একথার ধ্বনি নেই? ব্যঞ্জনাও নেই?
পরস্ত্রী ব'লে কি অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে
হাসাও বারণ!

সর্পতন্ত্র

ক'দিন আসেনি বন্ধু তাই এত মেজাজ গরম
অকারণ রাগ করছি ছিঁড়ে ফেলছি শীতের আকাশ
শরীর ছাড়িয়ে নিয়ে একা পেলে অসীম আত্মাকে
চলেছি নতুনচটি থেকে হেঁটে হেঁটে হেঁটে জোকা
কখনো ঘুমিয়ে পড়ছি ছড়ানো পালক রক্ত মেঘে
ক'দিন আসছ না বন্ধু রাত্রিবেলা আমাকে জাগাতে

আমি তো দেখি না কিছু কাছেও থাকি না কোনোদিন
তবু এসে মিশে থাকি, প্রতিটি আঘাতে মূলাধার
খুলে ফেলে দরজা তার আর কিংবদন্তীর সাপ
ফণা তোলে দুলে দুলে মাঝে মঝে আগুনছোবল
আকাশ পাতাল অব্দি অসাড় চৈতন্য টেনে নেয়
মুহুর্মুহু ভয়ঙ্কর লাল নীল বিদ্যুৎ চমকায়

ভীষণ আক্রোশে কাঁপে ঈষৎ স্থূলই তীব্র ঘোড়া
খুরের আঘাতে স্তব্ধ মেঘে মেঘে দাউ দাউ আগুন
আমার সমস্ত সত্তা পূর্ণ করে তোমাকে উধাও ক'রে নিয়ে
নিবিড় নিঃশেষে শুষে ঘুমে রেখে কানায় কানায়

ওকি তবে চলে গেছে অন্য কোনো মূলাধারে
সর্পিনী জাগাতে!

সর্পতন্ত্র ২

আমি তাকে নষ্ট করি কষ্ট ক'রে ভীষণ অক্রোশে
সে আমাকে খুলে দেয় মধুবিদ্যা শেখায় ম্যাজিক।

আমি তাকে ভ্রষ্ট করি আনন্দমাতাল অবিশ্রাম
সে আমাকে অগ্নিশুদ্ধ নিত্যমুক্ত তথাগত করে।

ছোবল বসাই তীব্র ভয়ঙ্কর শ্রোণীচক্রে গোপন গুহায়
সে আমার অধিকার কূটস্থ আত্মার মতো হাসে।

তাকে ও আমাকে ঘিরে উৎক্ষিপ্ত আগুন ভস্ম ধাতু
ভয়ঙ্কর উদ্‌গীরণ লেলিহান ফিনকি ওড়া ধারা।

আমি হাঁটু ভেঙে বসি পিঙ্গল জটায় মহাকাশ
প্রলয় পয়োধি জলে ঢেকে দেয় বিপুলা বসুধা।

স্বতন্ত্র পুরাণ তৈরী হবে ব'লে এ কলঙ্ক অবৈধ আচার
ভীষণ ভিতর থেকে অক্লেশে মুঠোয় তুলি প্রেম

ওদিকে সমস্ত সংঘ সংখ্যালঘু সন্ন্যাসী আতুর।

সর্পতন্ত্র ৩

সব খুলে ফেলে দেখি আরো আছে আরো আছে আরো—
এতো আবরণরাশি! অলীক ও অফুরন্ত! মায়াবী জটিল!

পদ্মগুলি অচেতন গাঢ় ঘুমে কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত ধূ ধূ
সমস্ত মেধাবী শ্রম ঝ'রে যায় বৃথা বিন্দু বিন্দু স্বেদে জলে

কেন্দ্রাভিমুখের গতি কী ক'রে যে পরিধির জাদুতে বিহ্বল!
চিদঘন চিবুক থেকে ছলকে ওঠে উপচে যায় প্রচ্ছন্ন পুরাণ

যত বেশি নিবিড়তা নেমে আসে ততো বেশি পিপাসাপ্রবণ
ওষ্ঠের প্রপন্ন আর্তি ক্লেশ দাহ অচরিতার্থতা অনাশ্রয়

দুরূহ দুর্গম দুঃখে আপাতত লেলিহান জিহ্বাই সম্বল
আর তৎক্ষণাৎ যেন ন'ড়ে ওঠে পাপড়িগুলি নতমুখী জল

তখনো ভোরের ঢের দেরি সূর্য উঠতে দেরি ঃ কেবল স্পন্দন
কেবল কৃতার্থ আর্ত সার্থকতা সম্পন্ন সজল করজোড়

বন্ধু কি অমোঘ ত্রাতা! আয়তনবান স্তবে মরমী মোহনা
আমাকে দেখায় ঃ মুগ্ধ নতজানু নম্র স্থির নির্বিকল্পময়

আনন্দমৃত্তিকালগ্ন কবিকে ক্ষুধার্ত রেখে চ'লে যায় উজ্জ্বল কৃষক

সর্পতন্ত্র ৪

আজ যদি তুলে নিই? আজই? আমি ভীষণ অস্থির।
চূড়ান্ত আহুতি দেবো। হাওয়া কাঁপছে পারিজাত বনে
পাতা ঝরছে সশঙ্কিত মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ চমকায়
মন্দারের গন্ধব্যাকুলতা স্তব্ধ করজোড় রাত্রির মণ্ডল
আজ যদি জ্ব'লে উঠি? আজ যদি ব'লে উঠি, এসো?
দুরন্ত প্রকৃতি, দেখবে মন্ত্রশক্তি অলঙ্ঘ্য আহ্বান
উত্থিত সর্পের ফণা আগ্নেয় নিঃশ্বাস রোষ গ্রাস
ত্রস্ত দেবতার ভয় মৃত্তিকার আনন্দবিবশময় দ্বিধা
মারাত্মক উদ্‌গীরণ প্রগাঢ়তা সমর্পণ ঃ একান্ত নিজের মুখোমুখি
আজ। আজই। স্তব্ধবাক অনন্তেরও অধিক আশ্রয়ে
সপ্রেম করুণা নিয়ে ফের পথে পথে যাব বাউলের মতো
প্রতিটি সুতীব্র ক্ষয়ে ক্ষতিতে ও রক্তক্ষতব্রতে

নৈশ

একজন হাত ধ'রে নিয়ে যায় স্বেচ্ছাচারিতায়
অন্যজন ম্লান ছলোছলো চোখে ডাকে

নির্বিকার হাওয়া পাশ ফিরে শোয় শুধু
অপরিচিতের মতো মনে হয় বাড়ি

কে আছো ভেতরে খোলো দরজা খোলো শোনো
ঘুমন্ত প্রান্তরে চমকে গড়িয়ে গড়িয়ে যায় পাতা

ভাঙা মন্দিরের শীর্ষে অশ্বত্থের বিদীর্ণ শেকড়
পরিত্যক্ত ভিটে জুড়ে সাপের খোলস কাঁটালতা

কোথাও কি অবসান ঘোষণা হয়েছে
অপরিণামের দিকে অচিরাচরিত?

আমার আমার কথা? কিছু মনে নেই?
স্তম্ভিত পাথর ভুল বৃষ্টি স্বচ্ছ স্বাভাবিক শেষ

টলোমলো এ জীবন চোখের জলের শাদা ফোঁটা

আজ

আমার হলো না ব'লে নেই বলবো ততো মূর্খ নই।
সামান্য ছাত্রও জানে। তবু অন্যমনস্কের ছলে
অভিমানে চ'লে যাওয়া—একধরনের স্পর্ধা জয়
যেন সব জেনে গেছি যেন নতুনত্ব নেই কিছু
একঘেয়ে ক্লান্তির ধুলো অস্থিরতা
তাই স্বেচ্ছাচার।

আমার ছিলোনা বলে তোমার ঐশ্বর্য মানবো না?
মুগ্ধ হবো চিঠি লিখবো অভিনন্দনের বার্তাসহ
চিত্তের বিশ্রাম দেবো ডেবে আনবো
সমস্ত প্রেমিক—

এইভাবে নিঃশব্দে দূরে কয়েকদিন থেকে
পুরনো নিয়মে ঠিক চ'লে যাবো
পড়ে থাকবে ছাই
অতিব্যক্তিগত স্মৃতি
ব্যস্ত দ্রুত জগৎ সংসার
পৃথিবীর মন নেই পৃথিবীর হৃদয়ও যে নেই
তার যে প্রেমের কথা জানা নেই আজ
আর কি এখানে দুঃখে কষ্টে ব্যথা পেয়ে
থাকা চলে? থাকা যায়?

জলে ভাসে

আজ সেই পুণ্যদিন পুণ্যরাত
অকারণ জলে ভাসে চোখ।

মিথ্যে

জানলা পাওয়া কী সৌভাগ্য তবু কোনোদিন
পাওয়া যায় আর রোজই দেখা দৃশ্যগুলি
যেন ধোয়া মোছা থাকে তকতকে ঝকঝকে

কী দৃশ্য কী দৃশ্য বলে কৌতূহলে উঠোনের জবা
ঝরতে ঝরতে চেয়ে থাকে—আমি তাকে শুধু
চোখ টিপে ব্যথিত হাসি দিয়ে আসি গিয়ে

রাতের আকাশও চাপা ভারাক্রান্ত শুধোয় আমাকে
তাকে মিথ্যে বলি সাধ্য নেই—শুনে আরো
গভীর নীলাভ হেসে গ'লে যায় ঝলকে ঝলকে

তুমি জানতে চাও কেন? কী কথা কী কথা কাকে বলি!
কী কী দেখি। ছল ক'রে তুমি কেন না জানার ভানে
আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকো? কী লিখব তাহলে।

অন্ধ

সবই তো তোমার মুখ চেয়ে।
সবই তো তোমার মুখ চেয়ে।

তুমি? তুমি তবু তাকাবে না?

কে কী বলে কে কিছু বলে না
কী কী হলো কী আর হলো না
তোমাকে বলি না কোনোদিন

সব ভুল সব ক্ষয়ক্ষতি
ছন্দপতনের অপরাধ
পথ হারানোর ব্যথা—সবই
কেবলই তোমার মুখ চেয়ে

তুমি কোনোদিন তাকাবে না?

নাকি চেয়ে আছো অনিমেষ
দেখে না আমার অন্ধ চোখ!

একদিন

তুমি প'ড়ে দেখো দুঃখী নদী
তুমি পড়ো অন্ধ ভাঙা গ্রাম
পড়ো শীর্ণ হারানো ওপথ
ঘাসের শিশির কাঁটালতা

হয়তো হবে না আর ধান
ঢেঁকির পাড়ের বেজে ওঠা
বাবুরপাটির আলপথ
ভয়ের পাতায় বাঁশবন

পথের শহর বুঝবে না

তুমি পড়ো অপমানে নীল
এই চ'লে যাওয়া তার মানে
একদিন হও মুখোমুখি

আলো থেকে পরিত্রাণ নেই

কিছুক্ষণ

যদি কোনোদিন যেতে পারি
আমার সম্ভব নয়, তবু যদি পারি
অসময়ে অবেলায় যদি যেতে পারি
তুমি থেকো একা
যেন দুঃখে ঢাকা থাকে সুখ
দুঃখে, দেখা না হওয়ার দুঃখে ঢাকা থাকে
যেমন সারাটি জন্ম, যদি হয় দেখা
তুমি একা থেকো

কিছুক্ষণ দূরে রেখো আশ্রম-চণ্ডাল

একা

কে কোথায়! শুধু চমকে ওঠা
কে জানে আমার নাম? কই?
পথে ফোটা ঝ'রে যাওয়া ফোটা
এ জীবন কিছু নয় ঘাসফুল বই

মাঝে মাঝে কাকে মনে পড়ে
কোনোদিন দেখিনি যে মুখ
কষ্টের ভিতরে জলে ঝড়ে
আমি তো রয়েছি নিরুৎসুক

তবু দেখি গভীর গোপনে
শিকড় ঝুঁকেছে তার দিকে
করজোড় পাতা বনে বনে
সুগন্ধে ঢেকেছে কুঁড়িটিকে

সারারাত ঘুরে ঘুরে হাওয়া
কেন আসে আজও অবিরাম
কিছুই হলো না যার পাওয়া
তারই কাছে রেখে যায় নাম

একা

আমাকে বলে না কোনোদিন
গদ্য ও পদ্যের মাঝামাঝি
লিখতে কেউ নতুন আঙ্গিকে।

প্রকৃতি পুরনো নিয়মেই
লেখে আজও, বিমুগ্ধ পাঠক।

অতিব্যক্তিগত কথাগুলি
কোনোদিন নিজস্ব থাকে না।

যেন প্রতিনিধিত্ব পেয়েছি।

তবু দায়হীন বলো তুমি
তবুও দায়িত্বহীন বলো!

তাই একা এত বেশি একা

আর যত একা হয়ে উঠি
তত ভয়ে স্নেহকলরব
তত বেশি সারি সারি মুখ
আমার দিকেই চেয়ে থাকে!

আমার সংসার প'ড়ে থাকে
আমার পোশাক ছিঁড়ে যায়
কতোবার অন্ধকার বাঁকে
টলোমলো পদ্মের পাতায়

আমি কাকে ভালবেসে একা!

এইমাত্র

বেছে বেছে রাখো শব্দগুলি
তুলে রাখো প্রান্তরের পথ
বিকেলের রোদ্দুরের তুলি
অন্ধকার রাত্রির অশথ।

যদি সে কখনো আসে তাকে
পড়তে দিও নির্জনতা জলে
গন্ধেশ্বরী নদীটির বাঁকে
মাটির মায়াবী করতলে।

এখনো কি একাকী শিমুল
জ্যোৎস্নায় ভাসে কি বালুচরী
ফোটায় ঝরায় সব ভুল
যে জীবন—তাকে নেবে তরী!

কাকে নেবে? আমাকে ও তাকে?
শাদা চর কালো ছায়া লাল
মেঘমালা? কাকে দেবে কাকে
এই শীতে কুয়াশার শাল!

তুলে রাখো এ স্মৃতির সুতো
সে যদি মায়াবী স্কার্ফ বোনে!
যেতে হবে আসতেও বস্তুত

এইমাত্র। কে পড়ে কে শোনে!

দুরূহ

আমার মধ্যে গার্হস্থ্যে সন্ন্যাসে
এই অবিরোধ ব'লেই দুটি পাখি
নিজের নিজের দূর বিরাধাভাসে
অবিশ্বাসী বন্ধুকে দেয় ফাঁকি

আমার মধ্যে মানে ও অপমানে
স্পর্শকাতর মৌনতা স্পর্ধায়
আবজ্রসার ক্ষমাই শুধু জানে
এই অপরাধ সয়েছে সব দায়

আমার পক্ষে প্রমাণ করা সোজা
কিন্তু কাকে শাস্তি দেব কাকে?
ঈশ্বরই আজ হয়েছে যার বোঝা
কী লাভ রেখে এ ভাঙা নৌকাকে

আমার জন্যে ব্যক্তিগত ক্ষতি
তোমার জন্যে সর্বজনীনতা
প্রার্থনা থাক ঃ হৃদয়ে মূঢ়মতি
শক্ত করো বুকের কোমলতা

সাধারণ

যেভাবে যায় সবাই, গেলাম তেমনি ভাবে
এই করতল উপচে পথে পড়ল কিনা
দুঃখ টুঃখ ঠিক জানি না, যেভাবে যায়
কীটপতঙ্গ এবং তাদের মতন মানুষ
তেমনি গেলাম, তাকিয়ে রইলো—
বুক ফাটা ইট লুপ্ত ভিটেয় আকৈশোরের
নামহীনতায় এক গলা এক কষ্ট কেবল
তাকিয়ে রইলো বাঁচোখে জল বলিরেখায়
একটি ব্যাকুল মুখচ্ছবিই আর একটি মুখ
নিষ্পলকে দেখল শুধুই সারাজীবন
অপার ক্ষমায় আমার অপরাধের পাহাড়

তেমনি গেলাম যেমন গেছে সবাই একা
হয়নি দেখা কক্ষনো—নেই ব্যর্থতাতে
একটি শিশির কণার মতন একটি নিবিড়
হাহাকারের উথালপাথাল হাওয়ার মতন
শুশ্রূষাহীন দুঃখী পাগল জাত ভিখিরী
রেলভাড়া চায়—স্পর্ধা ভারি! হাসলে তুমি
ক্যালেন্ডারের ছবির পাতায় দেওয়াল জুড়ে

এই তো এলাম এই তো গেলাম দেখতে দেখতে
মাঝখানে জল প্রাচীন সাঁকো অপরিণাম
দুই পাড়ে দুই ব্যাকুল শিকড় পিপাসার্ত
অনন্তকাল ... কিন্তু কেবল ভালবাসায়

যেভাবে যায় সবাই সুদূর সমর্পণে

ইচ্ছে

ঘুরছি ফিরছি হঠাৎ এই যে অমনস্ক
কী যেন এক জরুরী কাজ ভুলে গিয়েছি
কেউ কোথাও ডাকছে না তাও শুনছি স্পষ্ট
ডাকছে, ওকে? ঘাস পাতা ফুল পথের ধুলোয়

হঠাৎ হঠাৎ কী যেন এক ব্যাকুল মূর্তি
কী যেন এক হাহাকারের বার্তা নিয়ে
বাউল বাতাস প্রান্তরে ধায় ডাক দিয়ে যায়
গভীর গোপন ব্যক্তিগত কে জেনে যায়
কে রেখে যায় পাগলামী এই মনের মধ্যে
কে ভুলে যায় হাজার ত্রুটি মান অভিমান?
আজন্ম এক অন্বেষণের ব্যর্থতা যার
আকণ্ঠ, তার হাত ধরে কেউ? আবার ছোটায়?
আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে তছনছ ক'রে ধায়
সুদূর কোথায়—আমি জানি না—
আম দেখি না—সে কার খুশী সে কার ইচ্ছে
আজ কেঁপে যায় ঝাপসা পথের একটি প্রান্ত
যেই যেতে চাই, উদ্যত পা চমকে উঠে
কার যেন মুখ স্নেহের ব্যাকুল পদ্মে ফুটে
তাকায় আমার চোখ দিয়ে, যায় ফোঁটায় ফোঁটায়

আত্মজীবনী

এই যে সুদূর প্রান্তরে ধায় ধূসর বেলা
ঝাপসা বিকেল মনকেমনের মেঘলা হাওরা
কী যেন এক সমর্পণের হাত ধ'রে ধায়
এই যে ব্যাকুল বুকের শিরা চোখের দৃষ্টি

এসব মিথ্যে এসব মিথ্যে এসব মিথ্যে

বলতে বলতে নামলো বৃষ্টি প্রবল বৃষ্টি
ভিজছে তোমার বসনপ্রান্ত কেশেরগুচ্ছ
সমস্ত জল কাঁপছে তোমার আননকেন্দ্রে
আমায় ডাকছে মেঘের শব্দ—

এসব লিখতে লিখতে লিখতে
নামলো সন্ধ্যা
তোমার মূর্তি ঢাকলো রাতের বকুলগন্ধ
তোমার চিহ্ন মুছলো ভীষণ বজ্রছন্দ
ছিঁড়লো খুঁড়লো হৃদয় দুঃখী ক্রুদ্ধ অন্ধ

ভুলতে ভুলতে ভুলতে ভুলতে
হাজার জন্ম হাজার মৃত্যু
পেরিয়ে এলাম ছড়িয়ে এলাম জড়িয়ে এলাম
আবার ভুলতে ....

মূর্খ

বাক্যগুলি বিশ্লেষক নীরক্ত ও পুনরুক্তিময়।
অর্থহীন শব্দমালা নষ্ট জলে ভেসে ভেসে যাওয়া।
কী আছে বলার সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর সহজ?
কে দিয়েছে ভার? কার মূর্খতার দায়বদ্ধ চলেছো প্রবাহে?
সবাই সুন্দর বোঝে। সবই বোঝে। তুমিই বোঝো না
তাই ভারাক্রান্ত করো। কোলাহল করো। কষ্ট হয়।

আজ

আজ আর মনে নেই। স্মৃতির শরীর শুষে নেয়
পিপাসাকাতর বেলা। খুবই ভালো। না হলে সে ভার
পাহাড়ের মতো পথে দাঁড়াতো আড়াল ক'রে সব।

রাতের আকাশ রোদ মুছে দেয় তারারা কুড়িয়ে নিয়ে যায়
তাই এ সকাল এতো আলোকিত আনন্দ-বিহ্বল
তাই প্রত্যহের ধুলো বালি রোদে হয়ে ওঠে সোনা।

এতো প্রাণপুঞ্জ ঠিক অতিক্রম করে ছিঁড়ে জাল!
দুঃখের আনন্দ-স্বেদ মাথা থেকে পায়ের পাতায়
ঝ'রে যেতে যেতে বলে ঃ ভোলো, সব পড়ে থাক, এসো—

আনন্দ-বিবশ পথ অনন্তে ধাবিত হতে হতে
শুধু ডাকে শুধু ডাকে তোমাকে আমাকে—শুধু ডাকে—

স্নেহ

১. শীত আজ বেশি একটু। এই ভোরে বাসের জানালা
ট্রেনের জানালা যদি খুলে রাখো! ধূধূ দৃশ্যপটে
শুধুই প্রান্তর গাছ গ্রাম পথ? বন্ধুর কথায়
হেসে উঠতে ভুলে যাওয়া—মানে হয়। কষ্ট হয় খুব।

এরকমই রীতি। কষ্ট চিরকাল। চিরকাল শীত।
হুহু হাওয়া। ধূ ধূ জমি। কুয়াশামুখর মৌন। আজ
একটু বেশি—দ্রুতগামী বাস ট্রেন—মাঝে মাঝে সাঁকো।

২. ক'দিন ধরেই বলছো চলো চলো, দুর্গাপুর যাই
মাত্র দু'সপ্তাহ ওরা গেছে, ওরা ভালো আছে, তবু
চোখের আকাশ জুড়ে ঘন মেঘ মাঝে মাঝে বৃষ্টিও চমকায়
বুকের মাটিতে খুব মৃদু ও কোমল ভীরু শেকড় বাকড়
শুষে নিতে থাকে সত্তা ঃ ভালো থাকে যেন ভালো থাকে
পরিত্রাণ পরায়ণী, এই আর্তি আসক্তি বলো না।

৩. ভয় কি? অনন্তকাল আড়াল করেই রাখব। আমি
হাত ধরব তোমাদের। মেঘ বৃষ্টি সমস্ত অলীক।
জন্মহীন মৃত্যুহীন এই সত্তা—, সত্যকাম। উদ্বিগ্ন হয়ো না।

যেরকম

যেরকম হতে চাই, হতে চেয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
বহু দূরে স'রে যাই—তার থেকে ত্রাণ নেই কোনো?
আমরই? এখনই সব শেষ হোক। হই বা না হই
যেরকম চেয়েছি এ জীবনের শুরু থেকে। যাই
পড়ে থাক শাদা পথ। মরা নদী। নিভে যাওয়া চিতা।
অবলুপ্ত গ্রাম থেকে ডিমেনসিয়ার কিছু স্মৃতি।

সম্পর্ক

এত ভার আর সইতে পারে কি? নামাও।
সামান্য সজল থাক, তাই বলে এত জলভার!
এত লতাগুল্মময়? দমবন্ধ হয়ে আসে যেন
ওকে কি দিয়েছো আজও তোমার সহজ
সপ্রতিভ ঔদাসিন্য? ওকি জানে এ লেখার মানে?
কে বলে বিনাশ? ওকে সংশয়ের বেদনা দিয়েছো?
জড়ের শেকড় ছিঁড়ে তুলে এনে দেখিয়েছ তার
নিজস্ব সহজ অধিকার? আর দেরি হলে শুধু
তুমিই একাকী হবে ওকে তুলে নেবে তরুলতা
পথের ধুলো ও বালি অশ্বত্থের মায়াবী মর্মর।

শীত

এখনো নামেনি রোদ খালি প'ড়ে রয়েছে চেয়ার
আজ বেশি শীত বলে ওঠোনি এখনো?
আমার যে তাড়া আছে স্কুলে যেতে হবে একটু পরে
রবিবার নিজে হাতে স্নান করাবার ইচ্ছে আছে
আমার সহস্রশীর্ষা পরিত্রাণ পরায়ণী তুমি
এখনো ওঠোনি আজ শীত ব'লে বেশি শীত ব'লে?

প'ড়ে থাকে

কেড়ে নিয়ে যায়, আমি কোনোমতে ফেরাতে পারি না
নষ্ট হই ভ্রষ্ট হই, ফিরে আসি বড় বেশি রাতে
নতমুখ দেখিও না তুমি চেয়ে আছো কি না মুখে
ঘিরে থাকে নৈঃশব্দের চরাচর আর নীলাকাশ

আমাকে হাজার হাতে যেতে দেখে নিষ্পলক বোবা
সাক্ষীস্বরূপের মতো যে সে তাকে মুখোমুখি হতে
দেখি না—প্রচ্ছন্ন নীল ঘিরে থাকে দিনে আর রাতে
ধূধূ শাদা সাঁকো শুধু ছুঁয়ে থাকে দু'প্রান্ত আমার

যে শুধু শরীর থেকে ছুঁয়ে ছেনে তুলে নিতে চায়
বিশুদ্ধ তোমাকে—তার মূর্খতার সীমাটিমা নেই
তুমি হাসো ভাসো তবু ভালবাসো, তা না হলে হতো?
মাঝে মাঝে চোখে চোখে বলো কিছু নষ্ট নয় কিছু নষ্ট নয়

তখনই সমস্ত দাহ শুষে নাও সর্বাঙ্গে ব্যাকুল
বহুদূর থেকে এসে গাঢ় ঘুম আমাকে ভাসায়
শরীরের থেকে তুলে ঃ তোমার বিশুদ্ধ সত্তা তাই
পাই না, শরীরও নয়, প'ড়ে থাকে শুধু শাদা ছাই

পাঠক

আমার পাঠক নেই। তবু লেখালেখি। হাসো তুমি।
আমিও। হাসে না এই লোকালয়হীনতায় ফুল।
ফোটে আর ঝ'রে যায় অপরিচর্যার অন্ধকারে।
আলোকিত হয়ে ওঠে জবাকুসুমসংকাশ সস্নেহে তাকালে।

তুমি

তুমি আজ বাড়ি নেই। সারাদিন বাড়ি নেই। রাকা
এইমাত্র গীটারের তার থেকে থামিয়ে আঙুল
তোমার কথায় সারা ঘরদোর নৈঃশব্দ্যে ডোবালো।
তুমি শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছ বন্ধু মিলে।
তুমি আজ বাড়ি নেই। মনে হচ্ছে কতোকাল নেই।

তবু যেন

তাকাতে পারিনি। এত পাশে থাকলে কাছে থাকলে কেউ
মুখে কি তাকাতে পারে? শুধু অনুভবে স্পর্শটুকু
সমস্ত আকাশময় বিদ্যুতে বিদ্যুতে ফালাফালা—
সামান্য পথের টুকরো। আর কোনোদিন বসবে না।
কোনোদিন চিনবো না কেউ তো কাউকে আর কখনো কোথাও।
আকাশও রাখবে না কিছু। তবু যেন কোথাও কাউকে
কেউ খুঁজবে নিরন্তর প্রান্তর পেরিয়ে নদী তীরে ...

প্রবাস

বহুদিন বন্ধুহীন প্রবাস নিঃসঙ্গ বেলা গেছে
ঘরে ফিরতে হবে ব'লে বিকেলের পাখির ডানায়
শেষ রোদটুকু কাঁপছে মেঘের কিনারে
এলোমেলো হাওয়া স্তব্ধ ধূসর পথের নীল মায়া
এখন চিনবে না কেউ এখন মুখের দিকে চেয়ে
কেউ চমকে উঠবে না—ঘরে ও বাইরে একাকার
অন্ধকার প্রান্তরের পারে কোনো নদীর নিঃশ্বাস
আজ এই রাত্রির ব্যথা ছুঁয়ে চ'লে যায় নিরুদ্দেশে।

গোপন

কেন যে সহসা সব স্তব্ধ হয়, নিজের ছায়াও
নিজেকে গুটিয়ে নেয় ভয়ে ভয়ে, একেক সময়
কোথাও কেবল পাতা হলদে লাল শাদা সব পাতা

ঝরতে থাকে ঝরতে থাকে ক্রমাগত ঝ'রে যেতে থাকে
কোথাও সমুদ্র নেই, শুধু এক দূরাগত ধ্বনি
ত্রস্ত তরঙ্গের শব্দ বাজতে থাকে কাঁপে সব তারা
ভেঙে পড়ে সব ঘর সমূহ সংসার সম্ভাবনা
লুটিয়ে ধূসর জ্যোৎস্না কেঁদে ওঠে যেন কার মতো
তার মতো? যে আমার গভীর গোপনে আছে একা!

আনৃণ্য

যদি চ'লে যাওয়া যেত সব ছেড়ে, ফিরে আসা যেত।
দুটোই কঠিন। এই রহস্য জটিল অন্ধকার
ছিঁড়ে শুধু সূর্য ওঠে, পাতা ঝরে, ভ'রে ওঠে শাখা
ফুলে ফলে বারবার। চলে যায় ফিরে ফিরে আসে।
খুবই কঠিন। যাই জন্মের মৃত্যুর হাতে দিতে
শুধু অনিঃশেষ ঋণ জীবনের। পারি না আনৃণ্য আর হতে।

সৈকত

কেন বলবো, এসো, কেন ফেরাবো দুচোখ?
আমি নির্বাসনা নিয়ে নিমগ্ন তোমাতে।
দেখ, কার কষ্ট বেশি। উদ্বিগ্ন ব্যাকুল
শ্লোকোত্তর এই মন পৌত্তলিক শুধু।
এই ত্রুটি। কেন বলবো চিঠি লেখো আজ?
বহুদিন ব'সে আছি তাতল সৈকতে।

সৌরভ

স্বর্গের সৌরভ নিয়ে দেখা করেছিলে।
তারপর শুধু সিঁড়ি শুধু শাদা সিঁড়ি
ঠাণ্ডা হিম কাচঘর অপেক্ষাকাতর
দীর্ঘ ব্যবধান যেন আলোকবর্ষের—
মনেই প'ড়ে না বলো? সেই মন নেই?
স্বর্গের সৌরভে ভ'রে ওঠে না কখনো?

ছন্দ

ছন্দের ভিতরে যদি কষ্ট পাও তুমি বাইরে যাও
এলোমেলো স্খলিত উল্লাসে।
আমি একা
ঘরে থাকি লোভে পাপে আসক্তিতে।
তুমি
ছন্দের ভিতরে যদি কষ্টে থাকো বলো
আমি নিজে হাতে ভাঙবো।
ছন্দোহীনতায়
বাজাবার ভার নিতে যথেষ্ট সক্ষম।
তুমি বলো
গদ্যের পৌরুষ যদি ভালো লাগে বলো
এক্ষুনি বন্ধুকে ডেকে বলবো, যাও কাঞ্চনজঙঘায়—
তুমি সূর্যোদয় দেখবে ভোর হলে রাত শেষ হলে।

এরকম

এমন কি হতে নেই ঃ আর একবার দেখা হলো
সুদূর বনের ধারে একাকিনী নদীর কিনারে
গভীর জ্যোৎস্নায় শুধু একবার দেখা হলো আরো
আমাদের হৃদয়ের সব কথা ভেসে গেল জলে
এরকম হতে নেই কোনোদিন কোনো একদিন?

আমাদের

আমার কয়েকটি কথা, অতি সাধারণ ক'টি কথা
শুধু তুমি ভালবাস শুধু ভালবাস এই পথ
পথের ধুলো ও বালি ধূ ধূ শাদা নির্জনতা আর
দিগন্তে মিলিয়ে যেতে যেতে সূক্ষ্ম করুণরেখার
অপসৃয়মান স্বপ্ন।
তোমাদেরও সামান্য ইঙ্গিত
অল্প একটু ইশারার রহস্যময়তা ভেসে যায়
ভাসায় আমার সব
জেগে ওঠে সুন্দরের চর
মাঝে মাঝে যেতে যেতে। কার জন্যে? মায়াবী সুন্দর।

ভাষা

তোমাকে এ লেখা যদি শোনাই কখনো কোনোদিন?
তুমি কি মুখের ভাষা বুঝে নেবে চোখের এ ভাষা?

তরুণ কবিকে

এসো না আমার কাছে, প্রাচীনের কাছে, এইখানে
নির্জন নিঃসঙ্গ বেলা দীর্ঘ ছায়া ছন্দের বন্ধন
তোমার যে সত্তা নেই স্থিরতার ধ্যানস্থ হবার
মূল্যবোধ টোধ দেখে নাক সিটকে পালাতেও পার
কী দরকার অপমানে অকারণ আঘাতে তেমন
বাইরে যাও, বাইরে বড় ভাঙাচোরা শব্দ কোলাহল
বাইরে বেশি উত্তেজনা শিল্পের প্রহার সংঘ জয়
বাইরে তোমাদের মুক্তি। আমি সব দেখেছি। এখন
আমার ফেরার পালা। নিচু স্বরে ঘরে কটি কথা
একান্ত কাউকে হয়তো বলা যায়। সন্ধ্যায় মাদুরে
ছাদে ব'সে কতো কিছু শোনা যায়। বিকেলে বাগানে
বেড়াতে বেড়াতে স্পর্শাতীত সংবেদনে স্বাভাবিক
ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুর ভিতরে একা ঝ'রে পড়া যায়
তোমাদের পথে পথে প্রাচীন মাটির পথে পথে
তোমরা হেঁটে যাবে ব'লে, সবচেয়ে পুরনো প্রার্থনায়।

অবিনাশ

আজ নিজেকে নষ্ট করি ভ্রষ্ট করি রাগে
টুকরো ক'রে ছড়াই জড়াই জটিল অনুরাগে
আজ সকলের সামনে দাঁড়াই ঠেসান ছাড়াই সোজা
বাড়াই দু'হাত ধরতে আকাশ আনন্দে চোখ বোজা
আজ পৃথিবীর যায় আসে না আমার জন্যে কিছু
আমারো তাই তোমার জন্যে, তাইতো মাথাপিছু
একটি ক'রে আত্মা কেবল বরাদ্দ ঈশ্বরের
ভাঙাচোরা স্বপ্ন কিছু মায়াবী নীল ঘরের
আর কিছুটা নষ্ট করার জটিল প্রবণতা

নিজেকে আর তার সাথে তার বুকের পবিত্রতার
এই ভালো এই ধূপ পোড়ানো দীপ জ্বালানো শুধু
সাঁকোর পরে সাঁকো আমার সাঁকোই করে ধূধূ
নষ্ট করার কষ্ট জলের ফোঁটায় টলোমলো
আজ সকলের সামনে কাঁপে! তাতেই বা কী হলো
একা একাই সকাল গেছে দুপুর বিকেল যায়
অনন্তের এক টুকরো বালি পথের বুকে ধায়—
এই অবিনাশ।
এই অবিনাশ! এই অবিনাশ তবে
ফালতু কেন রাগ করো ভাই দুদিনের এই ভবে!

মুখ

চাইনি কিছুই, হাত পাতিনি, এমনি স্বভাব
ঘর ছেড়েছি, পর ছেড়েছি, নিজের সঙ্গে
আপোষ করতে মন ওঠে না, ভালো লাগে না
মুখোশ পরতে মুখোশ দেখতে, মুখ ভেসে যায়
চোখের পাতায় সজল তারায় কপোল বেয়ে
অশ্রুধারায়, চমকে শুধায় শীর্ণ নদী
কাঁদছো কেন? কাঁদছো কেন কোথায় যাবে?
কোথায়? আমার মনে পড়ে না। স্তব্ধ আকাশ
ছলকে হঠাৎ বৃষ্টি বাজায় রাতের তারে
অন্ধকারে শিমুল গুহায় চেঁচায় পেঁচা
এতই সোজা চিত্তশুদ্ধি! আমি জানি না
আমি বুঝি না তত্ত্ব টত্ত্ব। মুখ ভেসে যায়
চোখের কাজল আকাশ জুড়ে টিপের লালে
চমকে ওঠে মেঘের কিনার প্রেমের মিনার
অন্ধ-ব্যাকুল তাকায় দুচোখ নিজের দিকে
এমনি স্বভাব। হৃদয় ছিঁড়ে মুখ ভেঙে যায় ...

স্বপক্ষসত্ত্ব

ওই কামনার ওষ্ঠ শুষে নিলে কী ক্ষতি তোমার
মুহূর্তে তো পূর্ণ হবে মুছে যাবে সব জলরেখা

কোথাও স্বৈরিণী ব'লে কণামাত্র রটনা হবে না
প্রকৃতি নিভৃতে নিজে সুন্দরের রক্ষায় নিরত
কী এমন ক্ষতি যদি কবি চায় একটি চুম্বন

স্বরচিত

এই স্বর্গ স্বরচিত। তাই প্রথাসিদ্ধ এ বন্ধন।
এরই মধ্যে মুক্তি। জটাজাল ছিঁড়ে খুঁড়ে
যে কিশোর চ'লে যায়—বাউল স্তম্ভিত চেয়ে দেখে
তার কোনো দাম নেই। ঠিকানাও। ধূধূ
পথের বেদনা পথে লুটিয়ে মেদুর। তুমি যাও
তোমার নিজস্ব স্বপ্নে। এই স্বর্গ স্বরচিত। এসো।

আশ্চর্য

কিছুই জানি না ব'লে এত ভার বহু বেদনার।
এত গূঢ় নীল স্তব্ধ শূন্য ব'লে আকাশে আকাশে।
বড় বেশি কাছে ব'লে দেখিনি দেখিনা কোনোদিন।

মুহূর্ত

কী ভালো আর কী ভালো নয় বুঝতে বুঝতে
কী করবো আর কী করবো না শুনতে শুনতে
কখন বেলা শেষ হলো আজ পথের প্রান্ত
মূর্খ মুখের দিকে তাকায় ঝাপসা হাসে।

আর কি হাতে সময় পাবে নিজস্বতার?
নিজস্ব ভুল নিজস্ব নীল কষ্ট লড়াই
নিজের মতো গভীর গোপন মনের মতো
আর কি তোমায় দীক্ষা দেবে জীবনধর্ম?

অনেক গেছে। সত্যি। তবু আছে তো ঠিক
খানিক? এবং কাছেই খুবই কাছেই তোমার
এক পলকের আলোয় পালায় ঘনান্ধকার
অনন্তকাল জমাট বাঁধা। পথ খুলে যায় প্রান্ত থেকে।

তাছাড়া এর এমনি নিয়ম। শুরু ও শেষ
কেউ জানে না। জয় পরাজয় অনির্ণেয়।
সারাজীবন আড়াল ক'রে লুকিয়ে রাখে দু'হাতে তার
সফলতার সহজ সরল দিব্য নিবিড় মুহূর্তটি।

একদিন

কী লিখেছো? শুধু দুঃখ কষ্ট শুধু হাহাকার—
ভেতরে আনন্দ নেই? দুঃখের ভিতরে কিছু নেই?
মৃত্যুর আড়ালে তার স্পর্শাতীত অস্তিত্ব দেখোনি!
আকাশের ওপারে আকাশ! তবে যাও। আর বানাও
ছোট ছোট এলোমেলো কাল্পনিক নুড়ি ও পাথর।
বার বার ঘুরে এসো। একদিন স্থির হবে ব'লে
একদিন অবশ্যই মুখোমুখি হবে ব'লে তার।

জানালা

বাসের জানালা পেলে চোখে পড়ে সারি সারি গ্রাম
মাটির দেওয়ালে ঘুঁটে মজা দীঘি আদুল মানুষ
শীতে কুঁকড়ে জড়োসড়ো অন্ত্যজ বিষণ্ণ চাষী বউ
ধুলোতে বালিতে স্তব্ধ ধূসর কিশোর হাতে বাঁশি
পাতা কুড়োনির দুঃখী ভীরু বেলা সুদূর প্রান্তর
পোকাকাটা ইতিহাস মাচান মন্দির বাস্তুভিটে
উধাও তারের খুঁটি নির্জন রেলের স্বপ্ন শাদা কাশফুল
চলচিত্রবৎ দ্রুত অপসৃত মফস্বল মায়াবী মন্থর।

বাসের জানালা পেলে শহরতলির গলিপথ
গল্পের দোতলা বাড়ি রেলিঙ সামান্য ঝুঁকে কিছু
দেখে নিতে দেবীমুখ শাড়ি ঝুলছে আশ্চর্য হলুদ
চকিত ছবির মতো ঝাপসা জলছবি বাকি পথ
দিগন্তে দিগন্তে যেন ভেসে গেছে ভেসেছে আকাশ
ডিজেলহার্টের শব্দে ছুটে যায় সাউথ বেঙ্গল স্টেট বাস।

ছাত্রবৎ

ওরা কি তোমার ছাত্র যে তোমাকে এখনো জানাবে
সিট ছেড়ে বাসে ট্রামে সম্মান? তুমি কি
ওদের শেখাতে যাবে সিলেবাস বহির্ভূত সেই
পুরনো মূল্যের কথা? আর কিছু দেখো না এখন।
শোনো না এখন সব। ওরা কি তোমার ছাত্র নাকি!

জ্ঞান

অভ্যাসবশত যাই ফিরে আসি।
টের পাই নিঃশব্দে ভিতরে
গ'ড়ে উঠছে সংস্কার
ভেঙে পড়ছে প্রারব্ধ প্রাক্তন
এক একটি জন্মের ব্যথা এক একটি মৃত্যুর আকুলতা
দুলে উঠছে চঞ্চলতা সংসারের সমস্ত গল্পের—
শেষ হতে না হতে এবং
ফের গল্প শুরু হচ্ছে অন্য নামে অন্য চরিত্রের নামে আজও।
অভ্যাসবশত সব ঃ ভালবাসা আসক্তি ও ঘৃণা
উচ্ছ্বাস ও নিরুচ্ছ্বাস, ঘটনা ও দুর্ঘটনা, জয় পরাজয়
নির্ভুল নিখুঁত সব লক্ষ্যভেদ নারীমেধ যজ্ঞের তিলক
অজ্ঞান অজ্ঞেয় তবু অস্তিত্বনির্ভর
ছায়ার পিছনে ছায়া
আকাশের ওপারে আকাশ
শরীরের ভেতরে শরীর
উপনিষদের মুঞ্জাঘাসের উপমা।
সব পুরনো প্রাচীন রীতিমতো।
জ্ঞানে নতুনত্ব চাই ঃ কোলাহলে কেঁপে উঠছে দেশ!

একসময়

একসময় জয় থেকে পরাজয় থেকে বহু দূরে
চ'লে যেতে হবে একা।
সে কি পথপ্রান্ত সে কি তবে

পরিণাম? গাঢ় নীল সমাপ্তির রেখা?
রাত্রির রমণী রেখে দিনের দুরন্ত ফণা রেখে
একেক সময় গিয়ে একা একা দাঁড়ায় সকলে।
কোথায় নদীর তীরে?
পাহাড়ের শীর্ষের কিনারে?
একদিন হন্যে হয়ে অন্বেষণে অবসন্ন সবাই বিস্ময়ে
দেখে ঃ যাওয়া ব'লে কিছু নেই কোথাও
ফিরে আসা নেই
জন্ম নেই মৃত্যু নেই সফলতা ব্যর্থতাও নেই
নিদ্রা নেই জাগরণও—তবু এক আশ্চর্য স্বপ্নের
অনিঃশেষ নীল সব আচ্ছন্ন করেছে—
বস্তুত মূর্খের মতো নির্বোধ শিশুর মতো
কেঁদে ওঠা ছাড়া
সে মুহূর্তে কিছুই থাকে না।

তুলে রাখে

একি শুধু অপচয়? একে অপচয় বলো তুমি?
তাহলে অনন্ত কেন সূর্যোদয় সূর্যাস্ত এমন
কেন বার বার ফুটে ঝ'রে যাওয়া ঘাসফুলের বলো
অবিচ্ছিন্ন স্রোতোধারা পরিণামহীন ব্যাকুলতা
অন্ধ প্রতীক্ষার দিবাবিভাবরী রূপমুগ্ধ ধ্যান
সবই শুধু অপচয়? দুই পারে বাড়ানো দু'হাত
প্রশ্নব্যাকুলতা ধরে ঃ নিরুত্তর নিবিড় বেদনা
সব ভুল তুলে রাখে ছুঁয়ে থাকে চুলে গেঁথে রাখে
অমল ফুলের মতো আমাদের প্রতি ফোঁটা জল

চিঠি

প্রতিটি চিঠিতে ছিল মেঘমালিনিমা
শিশির বিন্দুর মতো শব্দজলরেখা
মাটির গন্ধের মতো নিজস্ব মহিমা
কেবল ঠিকানা ভুল হয়েছিল লেখা

তবু যদি কোনোদিন ঘুরে ঘুরে ঘুরে
চ'লে যায় ঃ তখনো কি এমন এখানে
বৃষ্টির কলঙ্করেখা মুছে দেবে দূরে
বহু দূরে জেগে থাকা তাকে অভিমানে?

শব্দে ছিল লোকায়ত অলোকস্পন্দন
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণময়ী তমস্বিনী
পৌরাণিক পরিভাষা পৌত্তলিক মন
কোনোদিন কখনো তো তাকেই চিনিনি!

বক্ষ্যমান ব্যথাভারে নিরুদ্দিষ্ট নদী
স্মৃতিচিহ্নহীন স্বপ্ন সমুদ্রসম্ভব
সসাগরা মৃত্তিকা ও আকাশ অবধি
কোথাও ঠিকানা নেই, চ'লে গেছে সব।

আমাকে

জানি না দুঃখের মর্ম সুখের শুশ্রূষা কেন কাঁপে
পদ্মের পাতায় টলোমলো
কেন ঝ'রে যেতে যেতে
বিকেলের ফুলে ম্লান হাসি লেগে থাকে
আমাকে রহস্যপ্রিয় গোধূলি ভাবায়
রাতের আকাশ দিয়ে—অন্তহীন
যেন কারো মুখ
আড়ালে উদাস চোখে জীবনের জল
আকাঙ্ক্ষা-স্বচ্ছল ভীতু অসহায় আমাকে ভাসায়!

সকাল

সারারাত ঝোড়ো হাওয়া বৃষ্টি আর ভয়
সমুদ্র-স্মৃতির ঢেউ সারি সারি ঝাউ
যেন পৃথিবীতে আর কোনোদিন সকাল হবে না

সবই ঘুমে ঘুমের ভিতরে হাহাকারে—
সকালে সমস্ত মনে জলে ভেজা ঝড়ে ছেঁড়া পাতা

মনের ওপারে দীপ্ত সূর্যোদয় সুন্দর সকাল।

সৈকত

কিছুক্ষণ কথা বলি বেশিরভাগ চুপচাপ কেবল
হাত ধরে হেঁটে যাই
ভেজা বালি ফেনা ও ঝিনুক
ঝাউয়ের পাতার শব্দ, ঢেউয়ের আছড়ানো, জলকণা
ঝড়ো হাওয়া ঝাপসা হাওয়া অন্ধকার হাওয়া
আমাদের মৌনতাও ছিঁড়ে নিয়ে চ'লে যেতে রাগ
বুঝি আর আরো বেশি চুপ করি
মুঠো চেপে ধরি
হেঁটে যেতে যেতে স্থির
লক্ষ্য নেই গন্তব্যবিহীন
গেছে দিন যায় রাত হৃদয়ের সহস্রপ্রপাত।

অহেতুক

কখনো জন্মের কাছে কখনো মৃত্যুর কাছে মাঝখানে জীবনের কাছে।
এরকমই রীতি এই খানিকক্ষণ সৌজন্যমূলক দেখাশোনা।
পেছনে আকাশ আর আকাশের ওপারে আকাশ তারও পরে
আবার আকাশ। আমরা কথা বলি হাতে হাত রাখি ব'সে থাকি।
পৃথিবীতে মেঘ করে জল পড়ে এলোমেলো হাওয়া বয় আর
অন্ধকার ছিঁড়ে খুঁড়ে সকালের সূর্য ওঠে মাঝে মাঝে কারো কারো শুধু।
কারো কারো অস্ত যায় জ্ব'লে ওঠে আশ্চর্য গোধূলি মেঘে মেঘে।
কেবল জন্মের কাছে কেবল মৃত্যুর কাছে জন্মের মৃত্যুর মাঝে জীবনের কাছে
জ'মে ওঠে ঋণভার অশ্রুবাষ্প অহেতুক ভালোবাসা প্রেম।

তুমি ছাড়া

সকলেই কথা বলে ঘর বাড়ি বাগানের ফুল
ছাদের ব্যাকুল সিঁড়ি খিলান বারান্দা করিডোর
টিভি ফ্রিজ টেলিফোন চিঠির বাক্সের হাতছানি
ফুলদানির কারুকার্য টেবিলের মায়াবী পাক্ষিক
রাত্রির ডিভান আয়না নীল আলো ভিডিও ক্যাসেট
না লেখা কবিতা চিঠি অসমাপ্ত গল্পের বেদনা
সবাই কিছু না কিছু ব'লে হাসে তুমি ছাড়া শুধু তুমি ছাড়া।

সুখ

যেন অঘ্রাণের রোদ শরতের শিউলি শাদা কাশ
ঘাসের শিশির ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়া সতেজ গোলাপ
প্রতীক্ষিত চিঠি সদ্য ছাপা লেখা কবিতার বই
মাসের পয়লা প্রাপ্ত কড়কড়ে টাকার বাণ্ডিল হাতে—
এরকম অন্তহীন উপমার সারি সারি মায়াবী কঙ্কাল
মণিহীন করোটির হাহা হাসি ঠাণ্ডা হিম হাসি।

তখন

তখন আলো থাকে না ছায়া থাকে না অন্ধকারও
আমার ভালো লাগে না কথা বলতে
কথা শুনতে
শুধু প্রাচীন সেগুন আর শাল শিরিষ আর সিসু
আর লাল কাঁকর বিছানো পথ
পথের প্রান্ত নদী
ওপারে সেই গ্রাম গ্রামের ঘুমন্ত নিঃশ্বাস
মৃত্তিকালগ্ন স্মৃতি দমবন্ধ মজাদীঘির জল
হেঁটে হেঁটে ফেরা এক আশ্চর্য মানুষ
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের তলে লণ্ঠন জ্বলছে
অন্ধকার অর্জুনে জোনাকির ঝাঁক
ঢেঁকির পাড় দূরের মাদল নামহীন জন্তুর
ডাক ছে
তখন আলো থাকে না ছায়া থাকে না অন্ধকারও
আমার ভালো লাগে না বেঁচে থাকতে
বাঁচিয়ে রাখতে মৃতদের
বাঁ চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলের প্রহার
রাত মুচড়ে কেঁদে ওঠার প্রপন্নার্তি
আমার ভালো লাগে না আর
ঘুমোতে পারি না
জেগে থাকতে পারি না
স্বপ্ন দেখতে পারি না
... আমার ভালো লাগে না জননী
এবার ...

শুধু দেখি

সমস্ত সম্পর্ক গিয়ে থেমে যায় স্বার্থের সীমায়।
থামে না কি? তবে আমি অতদূর হেঁটেছি কি তাই?
তুমি বলো প্রিয় পথ ও আকাশ মাঠ রেলব্রীজ
কালভার্ট কলেজ ট্যাঙ্ক নির্জন চার্চের চুড়ো মুঠোয় কেবল
হেঁটে গেছি কোনখানে? বলো বৃদ্ধ অশ্বত্থের শাখা
মৃতকল্প গ্রাম শাদা বালির চিতার নদী উদাস বাউল
পথের শহর তুমি রাজধানী তুমি বলো আমি
থেমেছি কি? থেমেছে কি আমার সাধের ঘরে ফেরা?
আমার ভুলের পাশে ফুল হয়ে ফুটে ওঠা জীবনের মানে
এখনো আমাকে জানে অসতর্ক অসাবধান অন্বেষণময়
নির্ভয় শরণাগত ভেসে যাই বিশ্বাসপ্রবণ
সব সীমারেখা ভেঙে ফেলে গ্রাম বাস্তুভিটে জমি
স্বার্থের জলছবি যায় পরার্থের প্রেম যায় অর্থপরমার্থ ভেসে যায়
একই সঙ্গে একই জলে একই নিয়মে শুধু দেখি।

মনে রেখো

আমি 'যাই' বললেই
সব শাখা প্রশাখা শ্যাওলা দাম হাওয়া
আমাকে জড়িয়ে ধরে

আমি 'আসি' বললেই
হাট ক'রে দরজা খুলে দেয় যখন তখন
আকাশ

আমাকে নির্লিপ্ত উদাসীন দেখলে
খুলে যায় একে একে
সব গ্রন্থি

আর মৃত্যু এসে
এ জীবনকে মাঝে মাঝে চুম্বন ক'রে বলে
মনে রেখো।

শেকড়

পিপাসার শেকড়গুলিকে
রক্ত মাংস খেতে দাও তাও
গভীর গোপনে দিকে দিকে!
দিতে হবে এ আকাশটাও?
কতো দেবে? আকাশ
মৃত্তিকা?
জন্ম মৃত্যু? সত্তা? শেষ
হলে!
অন্ধকারে নীলাঞ্জন শিখা
প্রেম। দাও প্রেম। ছলে
বলে।

আঙ্গিক

এইভাবে বললে ঠিক বুঝতে পারবে না
তবু আমার উপায় নেই

আসলে কীভাবে যে বলি

এই ভাবনাই সবাইকে ঘাড় ধ'রে নিয়ে যায়
সেই স্বর্ণশিখরে
ঠিক যেখানে
তাকে আর ধরাছোঁয়া যায় না
বোঝা ও

একা হয়ে যাওয়ার ভার সেই চূড়ায় থর থর করে।

এভাবেই

একদিন ব্যস্ততার ভিড়ে
দেখিনি তোমার মুখখানি
আজ সারা আকাশ ভাসিয়ে
ভেঙে দাও আমার জোয়ার

এভাবেই আমাদের প্রেম
এভাবেই আমাদের খেলা
এভাবেই সামান্য মানুষ
বেঁচে থাকে ম'রে যায় রোজ।

শরণাগত

যদি ভুলে যাই
তাই জড়িয়ে রাখি
যদি নিয়ে যাই
তাই ছড়িয়ে রাখি
কেউ কাছে আছে
তাকে জানি না ব'লে
দূরের যে জন
তার ঠিকানা খুঁজি।
এই জটিলতা
এই সরলতা
এই সামঞ্জস্য
এই দ্বন্দ্ব নয়ে
যে জীবন—
তার শরণাগত।

নাম

কে তুমি পথের প্রান্তে এসে
ক্রমাগত ভালবেসে বেসে
দাঁড়িয়ে রয়েছ? দূরে চেয়ে?
বলো তার নাম বলো দেখি
চিনি কি না সেও এসেছে কি
আমারই পিছনে ব্যথা পেয়ে।
কে তুমি এখনো সব ভুলে
আকাশের তারাদের ফুলে
সারারাত মালা গাঁথো একা?
প্রাচীনকালের পথ ধ'রে
মায়াবী মাটির এই ঘরে
আর কি কখনো হবে দেখা!
হবে না হবে না—এলোমেলো
হাওয়া ব'লে যে গেল সে গেল
তুমি বলো শুধু তার নাম
শুধু তার নাম তার নাম
দিবাবিভাবরী অবিরাম
তুমি বলো বলো আমি শুনি।

রাত্রিসূক্ত

দেখতে দেখতে চ'লে গেল সমস্ত দুপুর
শুধু এক হু হু হাওয়ায় ছেঁড়া পাতা ঘাস ধুলো বালি উড়ল
শুধু এক হাহাকার তাকিয়ে রইল তাকিয়েই রইল
বিশ্বাসবিহ্বল বিষণ্ণতা জড়িয়ে থাকল ভ্রূক্ষেপহীন
স্তব্ধবাক নূপুর হতবাক একতারা অবাক এক বাউল
পথের আলিঙ্গনে আকণ্ঠ আনন্দে অমাবস্যায় চন্দ্রোদয় দেখল
কি দেখল না ঃ
রাত্রিসূক্ত পাঠ করলেন দেবতারা।

অসম্পূর্ণ

অসমাপ্ত কবিতার পাতা
হলুদ শাখা থেকে ঝ'রে পড়া পল্লব
প্রায় ফুটে আসা পাখির ভাঙা ডিম
ছড়ানো পালক
গতরাতের ইডেনের কলঙ্কশীলিত পরাজয়
এই সব নিয়ে
আজকের মন্থর সকাল।

রাকার গম্ভীর মুখ
রেবার ভোরের স্কুল
আমার ছুটির বিষণ্ণতা
দোয়েলের শিসে
কোথায় মিশে যেতে চায় যেন।

এখন আর কোথাও বেজে ওঠা নেই।

হৃদয়ের শিরা ছিঁড়ে
তুমি কেন
সম্পূর্ণ হলে না?

সঞ্চয়

রেখে যাই হৃদয়ের স্বর
জলের ঝড়ের হাহাকারে
আমাদের প্রণত নিঃশ্বাস
মৃদুতম অনুনয় টুকু
রেখে যাই দুঃখের ভিতরে
লুকোনো সোনার ধান আর
শস্যের স্মৃতির নীল ভার
এইখানে পৃথিবীর ঘরে
কোনোদিন কেউ যদি এসে
খোঁজে কোনোদিন যদি তার
সজল আভার থেকে উঠে
বলে নাম বলে প্রিয় নাম
এসো রেখে যাই চুপিচুপি
আমাদের ভালবাসাটুকু
পৃথিবীর মাটি চাপা দিয়ে
এসো রেখে যাই লিখে আজ
ভালবাসা ছাড়া তোমাদের
পথ নেই, অন্য পথ নেই।

আঙ্গিক

এইভাবে বললে ঠিক বুঝতে পারবে না
তবু আমার উপায় নেই

আসলে কীভাবে যে বলি

এই ভাবনাই সবাইকে ঘাড় ধ'রে নিয়ে যায়
সেই স্বর্ণশিখরে
ঠিক যেখানে
তাকে আর ধরাছোঁয়া যায় না
বোঝা ও

একা হয়ে যাওয়ার ভার সেই চূড়ায় থর থর করে।

এভাবেই

একদিন ব্যস্ততার ভিড়ে
দেখিনি তোমার মুখখানি
আজ সারা আকাশ ভাসিয়ে
ভেঙে দাও আমার জোয়ার

এভাবেই আমাদের প্রেম
এভাবেই আমাদের খেলা
এভাবেই সামান্য মানুষ
বেঁচে থাকে ম'রে যায় রোজ।

শরণাগত

যদি ভুলে যাই
তাই জড়িয়ে রাখি
যদি নিয়ে যাই
তাই ছড়িয়ে রাখি
কেউ কাছে আছে
তাকে জানি না ব'লে
দূরের যে জন
তার ঠিকানা খুঁজি।
এই জটিলতা
এই সরলতা
এই সামঞ্জস্য
এই দ্বন্দ্ব নয়ে
যে জীবন—
তার শরণাগত।

নাম

কে তুমি পথের প্রান্তে এসে
ক্রমাগত ভালবেসে বেসে
দাঁড়িয়ে রয়েছ? দূরে চেয়ে?
বলো তার নাম বলো দেখি
চিনি কি না সেও এসেছে কি
আমারই পিছনে ব্যথা পেয়ে।
কে তুমি এখনো সব ভুলে
আকাশের তারাদের ফুলে
সারারাত মালা গাঁথো একা?
প্রাচীনকালের পথ ধ'রে
মায়াবী মাটির এই ঘরে
আর কি কখনো হবে দেখা!
হবে না হবে না—এলোমেলো
হাওয়া ব'লে যে গেল সে গেল
তুমি বলো শুধু তার নাম
শুধু তার নাম তার নাম
দিবাবিভাবরী অবিরাম
তুমি বলো বলো আমি শুনি।

রাত্রিসূক্ত

দেখতে দেখতে চ'লে গেল সমস্ত দুপুর
শুধু এক হু হু হাওয়ায় ছেঁড়া পাতা ঘাস ধুলো বালি উড়ল
শুধু এক হাহাকার তাকিয়ে রইল তাকিয়েই রইল
বিশ্বাসবিহ্বল বিষণ্ণতা জড়িয়ে থাকল ভ্রুক্ষেপহীন
স্তব্ধবাক নূপুর হতবাক একতারা অবাক এক বাউল
পথের আলিঙ্গনে আকণ্ঠ আনন্দে অমাবস্যায় চন্দ্রোদয় দেখল
কি দেখল না ঃ

রাত্রিসূক্ত পাঠ করলেন দেবতারা।

অসম্পূর্ণ

অসমাপ্ত কবিতার পাতা
হলুদ শাখা থেকে ঝ'রে পড়া পল্লব
প্রায় ফুটে আসা পাখির ভাঙা ডিম
ছড়ানো পালক
গতরাতের ইডেনের কলঙ্কশীলিত পরাজয়
এই সব নিয়ে
আজকের মন্থর সকাল।

রাকার গম্ভীর মুখ
রেবার ভোরের স্কুল
আমার ছুটির বিষণ্ণতা
দোয়েলের শিসে
কোথায় মিশে যেতে চায় যেন।

এখন আর কোথাও বেজে ওঠা নেই।

হৃদয়ের শিরা ছিঁড়ে
তুমি কেন
সম্পূর্ণ হলে না?

সঞ্চয়

রেখে যাই হৃদয়ের স্বর
জলের ঝড়ের হাহাকারে
আমাদের প্রণত নিঃশ্বাস
মৃদুতম অনুনয় টুকু
রেখে যাই দুঃখের ভিতরে
লুকোনো সোনার ধান আর
শস্যের স্মৃতির নীল ভার
এইখানে পৃথিবীর ঘরে
কোনোদিন কেউ যদি এসে
খোঁজে কোনোদিন যদি তার
সজল আভার থেকে উঠে
বলে নাম বলে প্রিয় নাম
এসো রেখে যাই চুপিচুপি
আমাদের ভালবাসাটুকু
পৃথিবীর মাটি চাপা দিয়ে
এসো রেখে যাই লিখে আজ
ভালবাসা ছাড়া তোমাদের
পথ নেই, অন্য পথ নেই।

খিদে

বড় বেশি খিদে পায়
আকাশ-পাতাল গ্রাস
তবু
আগ্নেয় পিপাসা জ্বলে—

শুধু
তুমি ওষ্ঠপুটে সব শুষে নাও
আমাকেও
তাই

অধিকারহীন এই
প্রবাহতরল।

জেনে শুনে

আমি তো দেখেছি দলে দলে পথে নামছে।
কবি আর কাক, কোলাহলে কাকে চিনব?
তুমি যদি হও জননেতাটির চামচে
আপাতত তবে দাস ক্যাপিটালই কিনব।

হতে পারে বোঝা শক্ত এ রাজনীতি
কঠিন কি খুব অনুভব করা দুঃখ?
ঘুঁটে কুড়ুনির শিকেয় তোলা যে স্মৃতি
বাঁকুড়ার ঘোড়া সে মর্ম বোঝে সূক্ষ্ম?

আমি যে বুঝেছি আমি খুবই প্রয়োজনীয়
বুঝিয়েছি, চলো, মেনে নাও, হও অন্ধ
গোঁয়ার। চেঁচায় বাসে ট্রামে অনমনীয়।
নিজের বিপদ নিজে ডেকে বলো মন্দ!

আমি তো বলেছি, কী হবে ফসলে? মাইনে
বেড়েছে অনেক। হোক জমি জমা বর্গা।
যা দেখো সবেরই মানে কেন খোঁজো? চাইনে
এ সময়ে যেতে প্রেমিক সংঘে দর্গায়।

সত্য

যাওয়া বা আসা
দুইই সমান।
দেখা হলেই কি
নাহলেই কি।
সঙ্গ নিঃসঙ্গ
এত সন্নিহিত যে
আলাদা ভাবে
চেনাই যায় না।
সুখ ও দুঃখের
তথৈবচ অবস্থা।

এরকম নিরাবেগ
এরকম উপেক্ষা
এরকম
সংবেদনহীনতাকে
যদি জয় দাও
দিতে পার
জড়ত্বের ধিক্কার ও
ধুলোয় লুটোনো
ছাড়া
পথ নেই।

শুধু
এইসব দ্বন্দ্বের
ওপারে
এক নীল সামঞ্জস্য
সত্যকে রক্ষা করছে
যেখানে
সেখানে
সত্যি কেউ নেই
কিছু নেই
আমি ছাড়া।

সে শোনে না কিছু বোঝে না, বাঁচার সংজ্ঞার
মানে ভেঙেচুরে ছবি আঁকে অনবদ্য
ফোলানো কেশরে ফোটানো রাগের অঙ্গার
নিজের বিপদ নিজে ডাকে লিখে পদ্য।

আমার মতো

আমি যদি আমার মতোই কথা বলি?
তোমার ভালো না লাগতে পারে
কিন্তু একজন উন্মুখ হয়ে থাকে শুনবে বলে!

আমি যদি আমার মতো ক'রে থাকি?
একপাশে প'ড়ে থাকা ক্ষতলাঞ্ছিত সমাজের কিনারে
একজনের সমস্ত গান আমার উদ্দেশ্যে ভেসে আসে।

এর কোনো নাম নেই। এর কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নেই।
আছে শুধু সহৃদয় সজল সুন্দর এক জীবনের নিবেদন।

এবার

চোখের পিপাসা বেড়ে ওঠে
যতো দূরে স'রে যেতে থাকো।

যদি দেখা হতো? এ হৃদয়
শুশ্রূষাবিহীন দাঁড়াতো না?

এবার ফোটেনি ততো লাল
যতো ঝ'রে ঝ'রে গেছে পাতা

তখন তো কিছুই দেখিনি—
পিপাসাপাথর চোখ ছিল।

যতো বেশি কাছাকাছি আসো
উদাসীন হয়ে উঠি বেশি।

নিষিদ্ধ

কয়েকটি শব্দের কাছাকাছি
থাকি আর হৃদয়সম্বল
ধূসর বেদনা নিয়ে বাঁচি
মুখে হাসি চোখে কাঁপে জল

নিজের সঙ্গেই কথা বলা
অতিব্যক্তিগত, শুধু তুমি
দুঃখে সুখে রয়েছো অচলা
জন্মভূমি গেছে, মৃত্যুভূমি?

মৃত্যুকে শরীর দিতে হবে
জন্ম কেড়ে নিয়েছে এ মন
সসাগরা ধরিত্রী কি তবে
কারো নয়? নিষিদ্ধ এখন?

যে জীবন

যে জীবন হয়ে উঠতে উঠতে
হয়ে উঠতে উঠতে
ফুরিয়ে যায়

যে চুম্বন বেজে উঠতে উঠতে
বেজে উঠতে উঠতে
মিলিয়ে যায়

যে শরীর একের পর এক
একের পর এক
শেষ হতে হতে
আর ধারণ করতে পারে না

আমি প্রত্যেকের জন্যে
রেখে যাই
এই ঋণপত্র
ক্ষমাভিক্ষার
প্রসন্ন সকাল

কেউ কাউকে

কেউ কাউকে পড়ে না, পড়ে কি?
অথচ ভাষার কোনো ব্যবধান নেই
ব্যথার কোনো ব্যবধান ছিল না!

তবু লেখা হয়। তবু গান। তবু উপচে পড়া।
অলৌকিক অপচয়ে অঝোর মল্লার!

বিন্দু থেকে

যে কোনো বিন্দু থেকে শুরু করা যায়
হাজার হাজার পথরেখা মায়াজালের মতো
শেষের বিন্দুকে ছুঁয়ে থাকে
শুধু উদ্বেগ আর উদ্বেগ আর উদ্বেগ
আকাশের মতো স্তব্ধ আর নীল

নাম

বড় বেশি প্রিয় এই নাম।
কতো বেশি লোকে জানে, এই
সুখ এই আনন্দ সজল।

কতোদিন? যে ক'দিন বাঁচি!
তারপর? তারও পরে আরও
বেশ কিছুকাল যেন থাকি

নামের পিপাসা বড় প্রিয়।

শুধু তুমি জানো না তোমার
নির্জন নিভৃত পরিচয়
জানো না তোমাকে সব চেনে
আকাশ মৃত্তিকা কতো ডাকে
নাম ধ'রে। নামের ঝঙ্কারে
বাজে আকাশের সব তারা
প্রলয় পয়োধি জলে ভাসে
শুধু নাম বটের পাতায়

এ পথের ধুলো আর বালি
যতো বেশি ঢেকে দেবে ততো
খুলে যাবে সেই মায়াজাল
দেখো লোক লোকান্তর জানে
তোমাকে। তোমার প্রিয় নাম!

বহুদিন

বহুদিন বাইরে যাইনি বলে
শুষে নিচ্ছে সব ধুলো বালি ছেঁড়াপাতা পর্যন্ত
এক কণা রোদ্দুরও যাতে নষ্ট না হয়
এমন ব্যগ্র ব্যাকুল প্রসারিত করতল
বহুদিন কাউকে দেখিনি ব'লে
ভেতর থেকে বেরিয়ে
খালি ক'রে দিচ্ছে অন্তরাত্মা তার সবটুকু

গেরুয়াসর্বস্ব

গেরুয়ার্স্বস্ব মানুষ আমাকে কী দেবে!
পামীরপ্রমাণ অভিমানে ছুঁয়ে আছে শিখর।
গার্হস্থ্য-গহন পাথরপ্রকীর্ণ বাড়ি
জন্ম আর মৃত্যুর তোরণে তোরণে পর্যাকুল
আমার অনীশাত্মায়
মাটি ও আকাশের আনন্দ।

ভাষা

বলতে বলতে ফুরিয়ে যায় ভাষা
বোবা শূন্যতা ঘিরে মৌন প্রান্তর
পাতা ঝরার শব্দ পাতা ঝরার শব্দ পাতা
ঝরার শব্দ ছাড়া
সেই ঘুমের ভিতর
আর কিছু নেই কিছু ছিলো না কোনোদিন।

তরঙ্গমালা

এর মতো ওর মতো তার মতো পোশাকে পোশাকে
উপচে পড়ছে ঘর
মুখোশের পর মুখোশ
তারপর মুখোশ তারপর
সেই নগ্ন তরঙ্গমালা

নিষেধ

সত্যি কথা বলার সাহস
দেখাতে
আজ আর হঠকারিতার
বয়স নেই।

পত্রপল্লবের লতাগুল্মের
ঝুরির
ভার
ঝাপসা বনতল ঘিরে
মাদকতা
মৌন।

ক্ষমতা থাকলেও
কৌতূহল নেই

এলোমেলো হাওয়ায়
উড়ে যায়
ও কার জয়পত্র
নিশান
ইস্তাহার!

আনন্দ-মুগ্ধ কিশোর
তোমার বয়স
চুড়োয় টাঙিয়ে দিয়েছে
'নিষেধ'।

ডায়রি

আমার কোনো গ্রাম নেই
আমার কোনো শহর নেই
আমার কোনো বাসভূমি নেই
হায় দেশ।
পকেটে পকেটে পর্যটনের
মাটিমাখা
এই ডায়রি।

সারাদিন রাত

সারাদিন বসেছিলাম
সারারাত অপেক্ষা করেছিলাম
দিন আর রাতের মাঝখানে
কখন যে তুমি এসেছিলে
আমাকে জাগিয়ে দেয়নি সময়
এখন শুধু পাথরচিহ্ন
আশ্রমচণ্ডালের হিক্কা

পাথর

আমাদের বুকের পাথর দিয়ে তৈরী করো সিঁড়ি
ফুসফুসের পতাকা টাঙিয়ে দাও চুড়োয়
চোখের এক ফোঁটা জলও নষ্ট না ক'রে টলোমলো হ্রদ
রঙিন পাতায় পাতায় আমাদের রক্তস্রোত শিরা
আমাদের অপমান থেকে ফোটানো ফুলে
আপ্যায়ন অতিথি সৎকার মহোৎসব হোক
শুধু ওই দেবতা যে আমি—একথা ভুলে থাকো অনন্তকাল

এমনি

কেউ কিছুই এমনি এমনি পাবে না?
দিলে পাওয়া যায়, কী দিলে কতখানি দিলে তারও উপর?
এই প্রেম শর্তজালে জড়িত প্রেম
পাহারা দিয়ে রেখেছে সব
ভীষণ আশ্রমচণ্ডাল।

আকাশ

আমার তো আর বর্গাদারের ভয় নেই যে
তোয়াজ ক'রে চলতে হবে
রবীন্দ্র বঙ্কিমের নামে
পুরস্কারের প্রহসনে
নাম লেখাবার তোয়াক্কা করার মতো
লিখিও না
আমার হিসেব বুঝে নেবে
প্রান্তরের হাওয়া
শূন্যতায় স্তব্ধ আকাশ

তোমরা

যার কোনো পরিত্রাণ নেই
যার কোনো পরিণাম নেই
যার কোনো অবসান নেই
তার হাত ধ'রে চ'লে যাই
তোমরা আনন্দমত্ত থাকো

শ্রদ্ধা

মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও
অমৃতের প্রতি পিপাসার্ত
জীবন নিয়ে যাপন করো মায়ারাত
মূল্যবোধগুলি হবে সমাজের চাহিদা মতো
তোমার সহস্রশীর্ষ বেয়ে ঝ'রে পড়ুক
স্বেদ শ্রমজল
পৃথিবীর নদীগুলির মতো

গল্প

এই ভীষণ গল্প শোনাবার মতো
মানুষজন নেই লোকালয় নেই পরিবেশ নেই
গল্পের চূড়ান্ত থেকে উত্থিত
শীৎকার—
কার? কার?
বলতে বলতে একজন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মৃত্যুর ভিতরে
একজন জন্মান্ধ যন্ত্রণায়

হাতে

তোমার হাতে তুলে দিতে দিতে
কখনো ঘুমিয়ে যাই
কখনো তাকিয়ে দেখি
আমারই করতলে কেঁপে উঠছে
তোমার মুখ

এখন

গ্রন্থি গুলি শিথিল হয়েছে টের পাই
শূন্য হয়েছে মৃণালতন্তুর ভেতর পথ
এখন আর আসা যাওয়ায় তফাৎ নেই

একদিন

একদিন এমন হতে পারে।
একদিন।
কী হতে পারে?
কি জানি।
কিছুই জানি না।
শুধু
মনে হয়
একদিন এমন হতে পারে
একদিন।

পাগল

পাগল কি আর গাছে ধরে!
ধরে।
আমি দেখেছি।
অরণ্য জুড়ে।
অজস্র।

একা

দেখবে একা দাঁড়িয়ে আছে অশ্বত্থ
তার জরা ঘিরে রেখেছে চারদিক
নদীর কঙ্কালে বিন্দু বিন্দু জল
ঘুমিয়ে থাকা শিমুল আর শ্মশান
আর ভৌতিক জ্যোৎস্নায় লেখা
আমাদের এপিটাফ

সত্তা

শুধু শরীর নয়
মনেরও।
দুঃখ আশ্রয় করে আছে ডালপালায়।
ঝুরিতে ঝুরিতে নাচ।
মৃতদের তাণ্ডব।
শুধু মনের নয়
আত্মারও।

পদ্ম

কোনোমতে কিছুতে মেলে না।
বীভৎস পাঁক থেকে
ফুটে উঠছে পদ্ম।
পদ্ম থেকে
ছোবল দিচ্ছে সাপ।
বিষ থেকে
উঠে আসছে অমৃত।
আমার জীবনময় মৃত্যু।
আমার মৃত্যুর ভিতর
সত্তার হাহা হাহা ....

মানে

না। কোনো মানে নেই।
কোনো অর্থ থাকবে না।
শুধু জ্বলন্ত পাতা।
শুধু বিষাক্ত ঝোপ।
শুধু আগুনচোখের নেশা।
বরফচোখের হিম।
পাপ নেই। পুণ্য নেই। আত্মা নেই। মৃত্যুও।
সংঘ নেই। শব্দ নেই।
শুধু

জরা

এই জরা!
অঞ্জলিবদ্ধ মরণ।
বটের ঝুরির মতো
মৃত্তিকামুখী
শোষণোৎসুক।
কী কোমল।
ভীষণ পিপাসাময়।

স্তব্ধ

চৌদ্দ দিন কিছু লিখিনি।
একদিন বলব ঃ
চৌদ্দ বছর কিছু লিখিনি।
শুনে
হেসে উঠবে শিমুল
নদীর পাড়
সন্ধ্যার শাখায় পেঁচা।
শুধু
স্তব্ধ হয়ে থাকবে
আকাশ।

সংসার

দেখতে ও দেখাতে
এত উঁচুতে
এত নিচুতে।
উঁচু নিচুর মাঝখানে
সমতল সংসার
সংসারের
খাড়া বড়ি থোড়
থোড় বড়ি খাড়া।

যন্ত্রণা।
মানে নেই, কোনো মানে নেই। শুধু
শুয়োরের চিৎকার।

অন্ধ

আমি আর দেখবো না।
এই অন্ধ হলাম।
আমি আর শুনবো না।
এই বধির।
বলবো না।
মূক।
অননুভব।
তুমি অননুভব!
আবৃত করো।
অন্ধকার করো।
ঘুমোই।

বিশ্বাস

আর বিশ্বাস নেই।
সমস্ত সংজ্ঞা ও সংস্কার
হাত ধরাধরি ক'রে
পাল্টে নিয়েছে নিজেদের।
শুধু সংঘের শক্তি।
পেশিতে গুলি—আকাশে
সভ্যতা।

প্রান্তর

যেখানে যেখানে উড়ে পড়বে
এই পাতার টুকরো
নিস্তৃণ নিরুদ্ভিদ থাকবে মাটি
ধূ ধূ জ্বলন্ত প্রান্তর

কেউ

তবু বলবো না
ভালবাসা ছিলো না।
বলবো না
হৃদয়হীন ছিল পৃথিবী।
সমস্ত দুঃখের
বিন্দু বিন্দু জল
গড়িয়ে পড়তে পড়তে
শুকিয়ে যায়।
বিদ্যুৎবাহী সেই দাগ
আকাশ চিরে
ফালাফালা করে।
তখনো বলবো না
নাম নিও না
তার নাম নিও না
কেউ।

সংস্কার

কিছুই মনে নেই।
কিছু।
তবু।
তবুও।
এর নাম
সংস্কার।
আমার
প্রবণতা।

তীর

তুমি বলো।
আকাশ
নেমে আসুক।
তুমি বলো
তারায় তারায়
নেচে উঠুক
ইশারা।
তুমি বলো
সমস্ত
প্রেমিক
পরিণামহীন
ভেসে যেতে যেতে
তীর পাক

রাত

কাল রাত
মায়ের
মৃত্যুরাত
বৃষ্টি
হাওয়া
বৃষ্টি
হাওয়া
বৃষ্টি।
মার
মৃত্যুবার্ষিকী।

আমাকে

উঁচুতে উঠলেও তুমি
নীচে নামলেও তুমি
তুমি ছাড়া কোথাও
কোনো
অবস্থান নেই আমার।

এই কথাটুকু বোঝাতে
কাল সারারাত চেষ্টা
করেছে
তারাভরা আকাশ
এলোমেলো হাওয়া।

এই কথাটুকু জানাতে
আগুনের ফুল ফুটিয়ে
আমাকে জাগিয়ে রেখেছে
শরীরের ভাষা।

আমি কী লিখব!

ঢাকা

ঢেকে দাও।
সুন্দর
মধুর
সব ঢেকে দাও।
অশান্ত হাওয়ায়
পর্দা
উড়ুক।

একদিন

যাব
একদিন যাব

ততক্ষণ
এই সিঁড়ি
পর্যাকুল সিঁড়ি
ততক্ষণ
এই ভুল
ভুলের চড়াই উৎড়াই

একদিন
অধিকারহীন
যাব

দেখা হোক
না হোক

একদিন

পড়ানো

আমি যখন পড়াই
মুখে মুখে লেগে থাকে শ্যাওলা
সবুজ দাম জলজ উদ্ভিদ
আমি যখন পড়ি
প্রান্তর পেরিয়ে পাগল হাওয়া
এসে খুলে নেয় সমস্ত মুখোশ

পোশাক

আমার পোশাক
পুড়তে পুড়তে
পুড়তে পুড়তে
ভস্মে ভ'রে দেয়
আকাশ
নগ্ন নীল
আমি
তোমাদের জন্যে
জ্বেলে রাখি
অজস্র
গ্রহ নক্ষত্র।

জল থেকে জলে

জল থেকে জলে যেতে সতৃষ্ণ দুচোখ ভিজে যায়।
পৃথিবীতে বড়ো বেশি থাকা হলে ব্যথা পাওয়া হলো।
আমার অনেক নাম, মনে আছে? কোনোদিন ডেকো
কোনোদিন বলো ঃ ভুল। তার কোনো দোষ নেই। বলো ঃ
জল থেকে জলে যেতে ভয় ছাড়া কোনো জয় ছিলো না
দু'হাতে।
এত ক্ষয়, এত বেশি ক্ষয়, তবু ভেঙে যায় দু'পাশের পাড়
নিঃসাড় নিহিত নীলে জুলে গ্রহান্তর আর কোনো কিছু নেই।
সহায় সম্বলহীন বাকি পথটুকু থাক ছায়া ঢাকা একাকীত্বে
ঢাকা।

নিরঞ্জন

সমস্ত প্রেম
সমস্ত স্বেদ
সার্থক।
তুমি
দু'হাতে
সরাও মেঘ
চাঁদ ওঠাও
চোখে
ঘুমন্ত আকাশ
এনে
আমাকে
বিলীন করো।

লেখা

গদ্য ও পদ্যের মাঝখানে থমকে থাকা চোখের জলটুকু
শুষে নিতে নিতে হেসে উঠেছিলো হাওয়া।
আমাদের কেউ ছিল না। কেউ না। কিছু না।
ফেলে আসা গ্রাম সুদূর ছেলেবেলা দুঃখী নদী
আর আঁকাবাঁকা আলপথ ভেঙে চ'লে আসার স্মৃতি
শুধু ফুটে উঠতে উঠতে ফুটে উঠতে উঠতে ভোর হয়ে
গেল।

বৃষ্টি

আর কোনো বিষয় নেই, এবার শুধু বস্তু।
আর কোনো আকার নেই, এবার শুধু আকাশ।
আর কোনো বর্ণমালা নেই হে সত্তা।
এবার বৃষ্টি পড়ুক বৃষ্টি পড়ুক আর বৃষ্টি পড়ুক
আর বৃষ্টি পড়ুক আর বৃষ্টি পড়ুক।

নিজে

এই নাম বলেছিলে তবে!
এখন সময় কই? খুলেছি সকল।
ফেলেছি কিছু তো জলে কিছু কোলাহলে।
বাকি থাক পাথরে বিহ্বল।
তুমি নিজে নিতে আসবে কবে?

সত্য

কেউ জানবে না। বলো, তুমি দেখেছো?
বলো! কেউ শুনবে না।
পৃথিবীতে অন্তত এই সত্যচিহ্নটুকু রেখে যাও।

জন্মান্তর

আমার মনে পড়েনা একদিন অন্য কোথাও
আমার বাড়ি ছিল
এক বৃদ্ধ অশ্বত্থ আঁকাবাঁকা ডালপালা দিয়ে
ঘিরে রেখেছিল এক শৈশব
জোনাকির ঝাঁকে ঝাঁকে বিনিদ্র কৈশোর
আর দমবন্ধ একাকীত্বের স্নেহে
কোথাও পালিয়ে যাবার শাদা পথরেখা
খুঁজে না পাবার দুঃখ
আমার মনে পড়ে না
শাদা পাথরের বাড়ির সমস্ত গোল গোল থাম
শাদা ঘোড়ার খুরের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
ঝোলানো তরবারির হাতলের কারুকার্য
ভয়ঙ্কর নদীর পাড়
বাঁক
বাঁকের আড়ালে পাথরের মুখ
আমার মনে পড়ে না
কোথায় যেন ছিল কমণ্ডলু কাষায় উপবীত যজ্ঞকুণ্ড
হিম গুহা হিম যুগ হিম আকাশ

এমনি ক'রে

এমনি করেই যাবে?
আমরা একা একা
শূন্য ঘরে শুধু
টুকরো স্মৃতিগুলি
দেখবো নেড়ে চেড়ে
আমরা ধূধূ চোখে
ধূসর চৌকাঠে
দেখবো পথরেখা
আকাশ ছুঁয়ে আছে
ক্যালেন্ডারে কবে
করুণ ধূসর লেখা
খুঁজব দুজনাতে!
মনকেমনের মেঘে
বৃষ্টি যদি ঝরে
ব্যাকুল হাওয়া যায়
ব্যথার সীমানায়
আমরা তাকে দেবো
একটি ছোট চিঠি
আমরা ভালো আছি
তোমরা ভালো থাকো

গলন্ত সোনা
আদিত্যবর্ষ আমি
আমার মনে পড়ে না মাকে বাবাকে
বন্ধুদের
আমার মনে পড়ে না
মনে পড়ে না
মনে ....

একদিন

কেউ বলবে, কই! ও নামে কাউকে তো চিনি না।
কেউ বলবে, আপনি ভুল করছেন।
রাতের তারা গুনতে গুনতে কেউ বলবে, মশকরা।
ঝাউয়ের ডাল তাল মিলিয়ে হাততালি দেবে।
চোখ পাকিয়ে অন্য ডালে উড়ে বসবে সিপাই বুলবুল।
গেটের মরচে ধরা তালা দরজার উই বাগানের কাঁটালতা
তোমার সর্বাঙ্গ থেকে শুষে নিতে থাকবে সন্দেহ।
তুমি ফিরে যেতে যেতে সহসা কুড়িয়ে নেবে তোমার
গার্হস্থ্যের লাঞ্ছনাময় মাটির ডায়রী।

ততক্ষণ

তোমাদেরও আমার মতন হতে হবে।
এই নিয়ম।
আমাকে হাজার টুকরো করলেও
উপলব্ধি উপলব্ধিই।
আমি জেনেছি।
তার প্রমাণ তোমরা পাবে
যদি কোনোদিন
আমার জায়গায় পৌঁছতে পারো—
ততক্ষণ ছো নাচ মাটির ঘোড়া পেতলের পেঁচা
সাঁওতাল বিদ্রোহের গল্প।

পুরনো

এ আর অবাক করার মতো কী।
তোমার সমস্ত প্রতিভা থেমে আছে
আমার বিরহের নীল সীমারেখায়।
তাই যাই না।
চিঠি লিখি না।
ব্যাকুলতাহীন দিন যাপনের মন্থরতা
টলমল করে।
উপুড় ক'রে দেয় মনে না রাখা আকাশ তার হৃদয়।
এবার তোমার কষ্টের পালা।

মানুষ

লোকটা কিছুই হতে চায়নি কোনোদিন।
একথা জানে এক বৃদ্ধ অশ্বত্থ
এক নদীর শাদা কঙ্কাল
আর
তার বিলুপ্ত ভিটের
ভয়ব্যাকুল হাহাকার।
লোকটা কিছুই নিতে চায়নি কোনোদিন।
একথা তোমাদের জানতে হলে
গল্পটা মাটি হয়ে যাবে—
লোকটা মানুষের মতোই থাক।

তখন

মনে করো তুমি না চাইতেই পেয়ে গেলে এমন কিছু
যার ব্যবহার জানো না, দাম জানো না, মর্যাদাও
তখন মরুভূমির আকাশ
সমুদ্রের মাটি
তোমার বুকের তলে অন্ধ হাওয়ার হাহাকার।

শরীর

সমস্ত দিন তাকিয়ে আছে রাতের দিকে
সমস্ত রাত করজোড়ে কাঁপছে ভোরের জন্যে।
এর নাম দহন। শুকনো পাতা ঝ'রে যাওয়া গাছ
নিরুদ্ভিদ প্রান্তর আগ্নেয় পাথর
আর বালি।
আর
চৈত্রের চিতা বৈশাখের চিতা
জনকের চিতা জননীর চিতা
কোমল ভস্মের ভিতর
আমার শরীর।

আপাতত

মানে নেই। কোনো মানে নেই।
তবু শাদা পথরেখা।
তবু নীল সীমারেখা।
বর্ণহীন নিরঞ্জন জল।
এরকম। ঠিক এরকমই বলতে চাই।
তুমি তাকিয়ে থাকো
তুমিও তাকিয়ে থাকো
তুমিও।
শুধু এক নিজেকে জানা লোক
শুধু এক সবাইকে জানা লোক
শুধু এক একই সঙ্গে হাজার রকম লোক

পড়তে পড়তে
বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো
লুকিয়ে ফেলবে এই খাতা।

মাঝখানে

যে লেখায় তার পড়ার তাগিদ নেই
যে পড়ে সে লেখাতে জানে না

তাই দুজনের দুটি হাত ধ'রে বলি, অভিন্ন হও

বলি, আমাকে দ্বিধাবিভক্ত করো না

অচরিতার্থ হৃদয় অবসন্ন হয়ে পড়ে

যে লেখায় তার মুখে লেগে থাকে আমার ভুল
যে পড়ে তার চোখে লেগে থাকে আমার ছায়া

মাঝখানে একজন সজল অন্তঃকরণে
আমাকে ঘুম পাড়ায়

আমি ঘুম ভেঙে তার নাম ধ'রে ডাকি
তার নামের প্রতিধ্বনি বুকের পাথরে বাজতে থাকে
বাজতেই থাকে

নামসম্বল কাতর জীর্ণ হৃদয়
বাকি জীবনের হাত ধ'রে পেরোতে থাকে
তোমার শূন্যতা!

খেলার রীতি

মনের কোনো দোষ নেই।
তার সহায়সম্বলহীনতার কথা ভাবো।
তাছাড়া প্রশ্রয়?
একদিন দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে উঠবে জামাকাপড়
উপচে পড়া অভিজ্ঞতায়
আদিগন্ত কালিঢালা অন্ধকার

বজ্রমানিক গাঁথা মেঘের পরে মেঘ
তারও পরে মেঘ
আর প্রলয়পয়োধি জল
আর হাওয়া
কোথায় তোমার নাম কোথায় তোমার পথ
কোথায় বা তোমার ফিরে যাবার বাড়ি!
তোমারও কোনো দোষ নেই।
এ খেলার রীতিই এই রকম।

লাইন

আটুপাটু করলে কি হবে
আদৌ তোমার নাম আছে কিনা দেখ।
এখানে যারা যারা লাইনে দাঁড়িয়ে
প্রত্যেকের নিজস্ব লাইন আছে।
যতই পাশটাশ দাও সার্ত্রে নেরুদা বোঝো
সম্পাদকীয় লেখো
তোমার কোনো লাইন নেই ব'লে
তুমি বুঝলে না
আকাশের রঙ মাটির গন্ধ ঝরাপাতার নিঃশ্বাস
যেভাবে বোঝে
গঙ্গাতীরের চণ্ডাল।
তোমার লেখার সঙ্গে ফারাক থেকে যায়
পঙ্গপাল কবির।

এমন দিনে

এমন দিনে কেমন ক'রে বলি
লাভার স্রোত সারাটা দিন রাত
বৃষ্টিহীন অনেকদিন তাপ
কেমন ক'রে এমন দিনে তারে ...

তবুও কাঁপে হৃদয় থরো থরো !
গভীরে খুবই গোপনে বারিধারা

শ্রাবণ কোনো মাসের নাম না
কেমন করে ফেরাই নীরবতা

যেকোনো দিন এমন দিনে তাই
অনিঃশেষ জলের ফোঁটা পড়ে
পদ্মপাতা দু'হাত মেলে ধরে
লাভার স্রোত বরফ চোখে চায়

এমন দিনে এমনই দিনে তাকে ...

পদ্মপাতা

শুধু একটি নদী থাকবে। শুকনো হোক শীর্ণ হোক। নদী।
আর একটি অশ্বত্থ। বৃদ্ধ। জীর্ণ। ভাঙাচোরা।
দূরে থাকলে খুবই ভালো ঘন কালো ভয়ের পাহাড়।
অত্যন্ত দ্বিধায় বলি, এক ফালি সজল মেঘ যদি
ফলসাবন জুড়ে থাকে! বৃষ্টি না দিলেও ক্ষতি নেই।
না আর কিছু না। বাকি জোনাকি শেয়াল পেঁচা সব
নিজের নিয়মে আসবে লুপ্ত ভিটে মন্দিরের সাপ
দমবন্ধ মজাদীঘি ঘনরাত লণ্ঠনের আলো
দুর্বোধ্য পুঁথির মতো প্রিয় ধর্মগ্রন্থের মতন
বাৎসল্যব্যাকুল মুখে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বলিরেখা
একা একা একা। আর চিঠি আসবে সম্ভাবনা নেই।
স্মৃতিসম্বলের মধ্যে পদ্মপাতা টলোমলো জল।

এসবই গোপন কথা। পিছু ফেরা। চুপি চুপি দেখা।
কার্পেটের ধুলোবালি। এসির জলজ কণা। বিমানের রাত।
আন্তর্জাতিকতার আনুগত্যে অমনস্ক ভুল।
অসম্ভব। মিথ্যে। তবু ছোট্ট পৃথিবীর পদ্মপাতা
বুকে ক'রে ধ'রে রাখে এক বিন্দু জলে ভাসা গ্রাম।

কে

কিছুই তো ক্ষতি নেই। তুমি না থাকার দুঃখে কই
উপচে তো পড়ে না জল পাড় ছেড়ে! বারোমাস হাসে

সবুজ হলুদ পাতাগুলি। পাতার গা বেয়ে পড়ে জল।
চিঠি আসে। ক্লাশে যাই। পড়াতে পড়াতে ঘণ্টা বাজে।
তর্ক হয়। কবিসভা। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব হৈ চৈ।
গভীর গোপন রাত। কী সুন্দর প্রসন্ন সকাল।
কেউ না কিছু না হাওয়া হু হু হাওয়া দিগ্বিদিকহীন।
শুধু কে বুকের তলে পেতে রাখে আমাকে চিনি না।

বাইরে দূরে

তোমার সংঘ তোমার আশ্রম
প্রেমে নয়
পাথরে গড়া হচ্ছে।
আমি অনেক দূর থকে শুনতে পাচ্ছি
কোলাহল।
তোমার গেরুয়া কাঁসাইয়ের ওপারে
লাল।
সূর্য অস্ত যাচ্ছে।
আমার হাত দিয়ে লিখিয়েছিলে
সুধাসিন্ধু, তুমিই হবে কর্ণধার!
নৌকাডুবির খবর
সুধেন্দুদা জানেন।
তাই আর বাঁকুড়া আসেন না।
অঞ্জনের বিশ্ববিবেক সংঘ অভিমানের পাহাড়।
আমার আর কি
আবার ঘুমিয়ে পড়ব
তুমি মল্লার শোনাবে যখন।
আবার জেগে উঠব
তোমার ইমন কল্যাণ শুনে।
আমার ঘুম আর জাগরণের ধারাবাহিকতা
তোমার বাগানের ফুলের মতো
ফুটে ওঠা আর ঝ'রে যাওয়ার কাহিনী
হাজারবার মুড়োয়
কিন্তু ফুরোয় না।

আমার শক্তি নেই সংঘ নেই শিষ্য নেই
আমি সেই চোখের জলের ফোঁটা
বুকের ভিতরে এক শ্রীহীন পায়ের পাতায়
যা গড়িয়ে চলেছে
তাই তুমি আমাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছো
তুমি ছাড়া কেউ পড়বে না
প'ড়ে বুঝবে না
ঘুমিয়ে পড়ার আগে তোমার এই সজল স্পর্শ।

তোমার পুঁথি

এই যে আমার ছাড়তে ছাড়তে
হাড় পাঁজরের সার ছাড়া আজ
আর কিছু নেই
এর মানে ঠিক তোমার পুঁথির পাতায় আছে?
বাবলা গাছের হলুদ কেশর?
তার মানে কি?
উপচে পড়া দুপুর পেরোই হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে—
জল ছাড়া কি ভাসতে নিষেধ?
কোথায় লেখা?
দেখার মতো দৃশ্যবহুল শিল্প নিজেই সৃষ্টি করি
নষ্ট করে বাপপিতেমোর হাজার বছর—সংস্কারের
তোমার পুঁথি!
এই যে আমার
একলা ক্রুসেড
প্রাতিষ্ঠানিক?
হাড্ডিসারের রক্তমাংস?

সংস্কার

তবু যদি চেয়ে থাকো পথ এসে মিশে যাবে পথে
একটি পাতাও নেই ঝ'রে যেতে শুধু শব্দ শুধু শব্দ ছাড়া
বুকের ভিতরে খুব বৃষ্টি হলে যেরকম দুঃখ ভিজে যায়
তেমনি সজল স্নিগ্ধ ঃ তুমি গাঢ়তর ঘুমে ডোবো

এরকমই বলা যায় এর চেয়ে স্পষ্টতর কিছুই দেখি না
ভালবাসা ধর্মাধিক ভালবাসা ধর্মাধিক মান্ধতার পেঁচা
মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে বটের কোটরে জলে ঝড়ে
তুমি ঘুম থেকে তুলে হাতে ধ'রে নিয়ে যাও ঘুমের ভিতরে

এসব লেখার ভাষা সাংকেতিক সান্ধ্য চিরকাল
খুব নিচু হয়ে ওরা হুমড়ি খেয়ে মানে খুঁজবে কতো
তোমার সরল অর্থ ভেসে যাবে প্রচ্ছন্ন কৌতুকে
পথ এসে মিশে যাবে পথে চলে যেতে যেতে যেতে

আর আমি দেখবো না। এও সংস্কার। জড়াবে জটিল।
তোমার হাসিতে সব ছিঁড়ে যায় সংশয় থাকে না এক তিল।

ভাসাও

তোমার হাতে তুলে দিলাম সব।
এবারে হোক তুমুল কলরব
এবারে হোক নিবেদনের পালা
মাটির তলে গোপনে থাক জ্বালা
শিকড়ে, আর কাউকে বলবো না
তোমার কথা আমার ব্যথা, সোনা
ঝরুক ধুলোয়, থাকুক ভাঙা কাঁচ
ভাববো না আর কক্ষনো সাত পাঁচ
অনেক গেছে বাকি ও কোলাহলে
ভাসাও তুমি কাঁসাই নদীর জলে।

দেখতে দেখতে

বলতে বলতে সূর্য ডুবল মাঠে
রাতটুকুও কাটাবে চৌকাঠে!
পাখি ডাকল পাতা ঝরল হাওয়া
দিগ্বিদিকে ছড়ালো দাবি দাওয়া।
দেখতে দেখতে নিজের কাছাকাছি
এসেছো তুমি জানো না কানামাছি।
জানো না তুমি তোমার চোখের জলে

যাদের ফুল ফোটালে মায়াবলে
তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো করে তারা।
নাহলে তুমি কবেই যেতে মারা।

হারায় যার

হারায় যার হারায় চিরকাল
নদীর পাড় ভাঙে ভেঙেই পড়ে
জড়ায়, তাকে কঠিন মায়াজাল
নেভে না তবু নেভে না জলে ঝড়ে

বোকার মতো অবাক চেয়ে দেখে
আবার ফুল আবার ডালপালা
নদীর বালি গিয়েছে জল রেখে
অনেক রাতে তারার নীল মালা

যা কিছু যায় যা কিছু যাবে সবই
কেন যে তার মুঠোতে তবু ধরা
জানে না বোকা তাকিয়ে দেখে ছবি
সূর্য উঠছে জবাকুসুম করা

তাকিয়ে দেখে লুপ্তভিটে গ্রাম
শ্মশানচেরা শীর্ণ শাদা পথ
মানুষজনের অনন্ত বিশ্রাম
আকাশছোঁয়া ব্যথার পর্বত

হারায় যার হারায় তারই শুধু
প্রান্তহীন পথের কিনারাতে
দরজা খোলা জানলা খোলা ধূধূ
আসা ও যাওয়া সহজ হয় যাতে?

জল হাওয়া

ও জল ও হাওয়া
ও ভুল ও চাওয়া
ও মায়া ও যাওয়া
ও নদী নদী

কী হবে না এলে
কী হবে না গেলে
কী হবে তাহলে
মরন অবধি

দেখেছি আমি তো
শুনেছি আমি তো
জ্বলেছি আমিই

বেদনা বারোমাস
বৃষ্টি ভেজা ঘাস
মৃত্যুকামী

ও যাওয়া ও আসা
ও হাওয়া ও ভাষা
এই যে তামাসা

তমসা নদী
বলোতো, যদি

আর না যাই, তার
শিকড়ে শঙ্কার
গোপন ঝঙ্কার
যাবে কি থেমে

ও জল ও হাওয়া
ও ভুল ও মায়া
ও আসা ও যাওয়া
এসো না নেমে।

ফেরা

এখন বিকেল
রোদ্দুরের তাত এখন নরম
ছায়াগুলি দীর্ঘতর
পদ্মকোরকে ঘুমে হাই উঠছে
উসখুশ করছে তারা আর জোনাকির ঝাঁক
পাশ ফিরে গায়ে জড়াচ্ছে মেদুর কাঁথা
আষাঢ়ের আকাশ
একজন ক্লান্ত পথিক
প্রান্তরে একা
কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে
ছায়র মত বিহ্বল
বিকেলের বৃষ্টি
বিকেলের ঝড়
বিকেলের ব্যথা
আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে
কাতর
এখন বিকেল
পাশাপাশি সহাবস্থান করছে
বাঁকুড়ার ঘোড়া
পুরুলিয়ার মুখোশ
আমাদের সুখ
আমাদের দুঃখ
আমাদের বেঁচে থাকা
আমাদের মৃত্যু
আমাদের পুরস্কার
আমাদের অপমান
এই বিকেলে
পথ হারানোর বেদনা জাগানো পথিক
ফিরে এসো
ফিরে এসো
তুমি ফিরে এসো
কোথায়
তা জানি না।

সারারাত

সারারাত পাথরে পাথরে
কাঠের খড়ম
কমণ্ডলু ভরানোর শব্দ
আগুনের হাহাকার
আহুতির গন্ধ
কেউ নেই কিছু নেই
তবু কাঁধে আঙুলের স্পর্শ
বন্ধ চোখের ভিতর
গলিত নীল স্রোত
সারারাত
বুকের পাথরে
কাঠের খড়ম

অনেক নীচে
কোথাও নদী
পাথরের পাড়
পাথরের বাঁক
ঘূর্ণী আর ফেনা
নিরুদ্দেশ বেগ
আরও নীচে
পাথর ফাটানো
তেষ্টা
তার প্রবল টান

সব শুষে নিয়ে
সারারাত
কাঠের খড়ম
কমণ্ডলু
গেরুয়া
সন্ন্যাস

সকাল

সেই একটু বেলা হল ঘুম ভাঙতে
ফুলের মতন পূবাকাশ
জানলা দিয়ে রোদ হাওয়া
দরজা দিয়ে রোদ হাওয়া
ভেসে আসছে ভেজা ভেজা বৃষ্টির আভাস
নিভাঁজ চাদর, কেউ গতরাতে
ঘুমোয়নি এ ঘরে
বিশাল টেবিলে বইগুলি নেই
একা নিঃসঙ্গ টেলিফোন
সহসা কোথাও বৃষ্টি ঝরে
ভিজে যায়
বেলুড়মঠের তীব্র গেরুয়া গঙ্গায়
ভেসে যায় গার্হস্থ্য মমতা
আমাদের।
ভোরে উঠব বলেও তো বেলা হল ফের।

পৌরাণিক

মানুষ পারে না।
প'ড়ে থাকে সমস্ত জীবন ব্যবহৃত
ছেঁড়া বই ভাঙা চশমা খাবার চামচ
বারান্দার শীত
বিবর্ণ কম্বলও।
যেন মাইগ্রেটেরি বার্ড
সন্তান সন্ততি।
মানুষ পারে না।
আসক্তির মুঠো খুলে প'ড়ে যায় পথের ধুলোতে
টুক ক'রে দিন
সূর্যকরোজ্জ্বল তরবারি
নক্ষত্রমণ্ডলীময় মাথার উষ্ণীষ
সন্ন্যাসীর ঝুলি।
মানুষ পারে না।

বটের বীজের মতো সূক্ষ্মতম সংস্কারপুঞ্জ নিয়ে যায়
ফিরে আসে
আর যায়
ফিরে আসে।
অনিঃশেষ কালো জলে কাকে নিয়ে বটপত্র ভাসে!

শুধু কবি

জ্যোৎস্না এসে প'ড়ে থাকে গভীর তৃপ্তিতে
সমস্ত বিছানা শান্ত যাদুবলে সমুদ্রের মতো
সমস্ত শরীর থেকে শ্রমজল শুষে নেয় হাওয়া
চ'লে যায় বহুদূরে চাপা ঝড় জলের গর্জন
জ্যোৎস্না এসে ঝ'রে থাকে ঝলকে ঝলকে
বাইরে দূরে অন্ধকার ঝাউয়ের শাখায়

এসব আমার দেখা কতো রাত দেখি চোখ ভ'রে
সর্বাঙ্গে সমস্ত দৃশ্য পান করি অন্ধকার তীরে
জ্যোৎস্না এসে হেসে হেসে কাছেই দাঁড়ায়
হাওয়া এসে স্পর্শ করে কিছুই বলে না
নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকি তবু ভেজে শ্রমজলে দেহ

এসব কবিরা দেখে সংস্কারমুক্ত হলে কেহ

লিখতে লিখতে

হয়না কিছুই জেনেও লেখো! বেশ তো মজা।
বেশ বলেছ হয়নি কিছুই কনকচাঁপার
যেমন হাওয়া তেমনি আছে আলো আলো
দারুণ ভালো বলছ বাপু পদ্যে এবং

মিথ্যে কিছু বিবৃতিতে। হয়না কিছুই।
মান অপমান সমান সমান। হয়নি কিছুই।
লিখতে লিখতে লিখতে লিখতে হয়তো কবি।

প্রতিভার যাদু

সামান্য গাছের পাতা পথের ধুলোও
নিমেষে দেখাতে পারে কী আছে আড়ালে
মুহূর্তে দু'হাতে ছিঁড়ে খুলে দিতে পারে
ঘোর লাগা সেই ভোর একটি পাখিও
শুধুই খিদের কাছে হাত পেতে ব'সে থাকা লোক
শেখায় না এ জীবনে আমার মায়াবী অসারতা?
আর তাই লেখালেখি তোমাকে শোনাতে
ডেকে ডেকে সারা হতে মুখর মোরগ।

কে কাকে শোনায় বাঁশি। একটি দুটি লোক।
ঘুমের ভিতরে স্বপ্নে গ'ড়ে ওঠে অমল প্রাসাদ
ঘুমের ভিতরে রক্তে ভ'রে ওঠে মজা দীঘি খাল
যাদের? এসব শুধু মৌলবাদ? প্রতিক্রিয়া নিয়ে
বাড়ি ফেরো, একা হও; বিশ্বব্যাপী সংঘ জেগে ওঠে।

সামান্য পাতাও জানে পাখি জানে যেকোনো অবুঝ
অগণিত নামহীন পরিণামহীন—শুধু তুমি
হেসে ওঠো অপমানে আঘাতে এবং অপঘাতে

উচ্চারণ করো ঃ আমি বিশ্বাস হারাবো না
আমি অপেক্ষা করবো।

ঘরে বাইরে

আমার দরকার নেই। তাই একলা বাইরে ব'সে আছি।
বাইরে আমি ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে যেতে পারি
যার তার সঙ্গে ব'সে গল্প করতে পারি খুশী মতো।
ভেতরে তুমুল তর্ক কোলাহল গোপন সুড়ঙ্গ লেলিহান
রণকৌশলের ক্লাশ শক্তির শাণিত তরবারি
ভেতরে কী পিপাসার্ত ঝুরিমুখ শিকড়সর্বস্ব দেশপ্রাণ!
বাইরে নিরুদ্দিষ্ট কোন না ফেরা কিশোর ভাই ধূধূ
বয়স পেরোনো এম.এ. পি.এইচ.ডি. এম.ফিল
বাইরে ডি.আর.ডি.এ. ডি.পি.আর. পঞ্চায়েতপ্রাণ
শত শত শুকরের শূকরীর চিৎকারে চৌচির পার্লামেন্ট।

আমার দরকার নেই। তোমার? তোমারও? তবে চলো
ঠাণ্ডা হিম নীল ঘর ছেড়ে বাইরে আগুনে হাওয়ায়
উড়ুক আঁচল চুল পুড়ুক এ পুরু ত্বক কর্কটক্রান্তিতে
রয়েছে কোথায় ঠিক যমুনার গুপ্তপথ তমালবনের
বিশ্বাসের বাঁশি শোনো বাইরে ডাকে অপেক্ষাকাতর।

অন্তিম

এখনো পারিনি। সারারাদিন গেছে। এখন বিকেল।
ভুল ভেঙে ভুল ভেঙে ভুল ভেঙে শুধু ভুল ভেঙে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। স্বপ্ন এরকম। যেন এর চেয়ে সত্য নেই।
ঘুম এরকম! যেন জাগরণ ব'লে কিছু নেই। খালি হাত।
আঙুলে বিদ্যুৎ। চোখে অশ্রুহীন গাঁথা সারি সারি
অসংলগ্ন অপঘাত। পারিনি। পারব কি? একটু দেখ
আর একটু। বিশ্বাসবীজ অনীশাত্মা। পাখি উড়ে যায়
ফিরে আসে নদী যায় ফিরে আসে বৃষ্টি যায় ফের ফিরে আসে
এত ভাঙাচোরা কিছু নষ্ট নয় হিমে নীল ব্যথার পাহাড়ে
কষ্ট ক'রে কেউ এসে খুঁজে পাবে সব তার কাঞ্চনজঙ্ঘায়।

জনৈকের ডায়েরির পাতা

কী করে লেখেন এতো? চমৎকার চমৎকার কথা!
আমাদের নিয়ে যান হাতে ধ'রে পলকা ডানা ধ'রে
অকল্পিত লোকে লোকে অননুভবের লোকান্তরে
বেঁচে উঠি ম'রে যাই বেঁচে উঠি ম'রে যাই বাঁচি—
আপনাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে, কথা বলতে চিঠি ...
জানেন আমিও লিখি, ছাপা হয় না, দেখাই না কাউকে
ডায়েরীর মতো জমে নিজেই আপন মনে পড়ি
যে কথা কাউকে বলা যায় না যাবে না কোনোদিন
যে ব্যথা কাউকে বলা যায় না যাবে না কোনোদিন
যে দুঃখ বোঝে না কেউ যে কষ্ট নিঃসঙ্গ একা একা
এই লেখা ধ'রে রাখে ভ'রে রাখে জরো জরো ক'রে রাখে সব।
মাঝে মাঝে মনে হয় আপনি যদি দেখতেন প'ড়ে
ছাপানোর জন্যে নয় বই নয় শুধু যদি বলতেন কিছু

চিঠিতে—সেটুকু আমি বাঁধিয়ে রাখতাম।
ঠিকানাও জানি না যে। আসলে পড়লেই আপনাকে
এত বেশি পেয়ে যাই যে যাবার কথাই ভুলে যাই
মনে হয় না পরিচয় নেই। নিজে নিজেকে কি এমন চিনতাম
আপনার কবিতা ছাড়া এমন করে কি বাঁচতাম
আপনি না লিখলে বৃষ্টি বৃষ্টির মতন হতো না কি
মাতাল তরণী আমি ভেসে যাই যতটুকু আজো আছে বাকি।

প্রৌঢ়

সহসা খেয়াল হলো চ'লে যাচ্ছো তুমি।
কতোদিন কাছে ছিলে? এই তো—
কোথায় বহুদিন?
এরকমই মনে হয় সুখের মুহূর্ত যায় দ্রুত
জলের স্রোতের মতো। এরপর স্মৃতি।
তারপর কল্পলোক। এরপর পাথর নিংড়ানো।
প্রৌঢ়কে প্রশ্রয় দিয়ে
ওর চোখে চিবুকে তুলির
অপরিচর্যার টানে ব'লে যাচ্ছো
আসি। তা'লে আসি!

ছুটির কবিতা

আর মাত্র দশটি দিন। ছুটি শেষ হলো।
আবার দশটায় সেই ঠাসাঠাসি বাস
কামারপুকুর থেকে এসে তুলবে কাঠজুড়িডাঙায়
আমাকে। আবার সেই ঝাঁটিপাহাড়ীর স্কুলঘরে
মেধা বিক্রী ক'রে ক'রে ব্ল্যাকবোর্ডে যেতেই হবে ঝ'রে
ভাঙা চকখড়ির মতো।
জন্ম নিলে কালিদাসকালে
হয়তো বিক্রমাদিত্য রাজসভা না হলেও রাখতেন
ভরণপোষণ দিয়ে ছোট ছোট কবিদেরও।
আজ

একদানা ফসল দেয় না রাজশক্তিপুষ্ট বর্গাদার
দশ বারো বছর কোনো চাকরি দেয় না কেউ

গণনেতা থেকে মঠাধ্যক্ষ অব্দি শোষণের জাল—
ছোট ছোট কবিদের সংঘ নেই কোনো
ওদের সমিতি নেই
সমবেত মিছিল টিছিলও।
মিটিং-এর আতিশয্য অবশ্য প্রচুর।
লক্ষ কবিসভা।
অজস্র খোয়াই যেন, অগণিত, আমার মতন
গ্রাম ও শহর জুড়ে রাজ্য ও রাজধানী জুড়ে যেন পঙ্গপাল।
ভাগ্যিস এ যুগে কোনো রাজা নেই।
যাকগে সেসব যা যা নেই।
যা আছে তা হল এই
আবার চব্বিশে
রক্ত জল করে ঠায় দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে, বাস বন্ধ
স্কুলে যাবে কীসে।

কবি

দিনের কথা দিনে হলো রাতের কথা রাতে
দেখবো ব'লে এপথে আজ অনেক অজুহাতে
দেখবো এবং বলবো তুমি যেভাবে হোক শোনো
চাঁদ ওঠেনি তারারা নেই ক্ষতি তো নেই কোনো
মাটির মানুষ মাঠের মানুষ মঠের মানুষ যতো
ভিড় করেছে চারপাশে আজ ছাপিয়ে ক্ষয় ক্ষত
ধুলোয় ওড়ে বালিয় পোড়ে স্রোতের জলে ভাসে
ধানের ক্ষেতে মাঠের আলে নদীর পারের কাশে
ওদের কথা এদের কথা তাদের কথা সবই
বলবে ব'লে জেনে শুনেই বিষ খেয়ে নেয় কবি।

তা নইলে

পেটের জন্যে খিদের জন্যে এত
তা নইলে প্রেম, কাটিয়ে নেওয়া যেত
পাহাড় চুড়োয় সমুদ্রে মেঘলোকে
খুঁজেও কেউ পেত না আর তোকে।

পেটের জন্যে পিঠের ভার আর
তেমন নেই, পর্দা ঝোলাবার
শক্তি আর সাহস বেপাড়ায়
রুগ্ন কবি কোথায় আর পায়?
প্রেমের কবি সংঘ থেকে আসে
সংঘে যায় নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
একলা থেকে একলা একা থেকে।
ঠকতে ঠকতে ঠকতে ঠকতে শেখে।
কী শেখে? প্রেম, কী শেখে এই কবি
তুই তো জানিস তুই তো জানিস সবই!
কীজন্যে তার দুঃখ বারোমাস
কীজন্যে তার বাদুড়ঝোলা বাস
কীজন্যে তার ব্ল্যাকবোর্ডে সব ঝরে
কীজন্যে তার দু'চোখ খুঁজে মরে
ভিড়ের মধ্যে ধোঁয়ার মধ্যে তাকে
যে শুধু চোখ ছুঁয়েছে এক ফাঁকে
পেটের জন্যে খিদের জন্যে এত
নইলে কবি কবেই মারা যেত
যেমন যায় গঙ্গা যমুনায়
হাজার দেহ জলের নৌকায়।

ভিতরে থাকি

আমি তো ভিতরে থাকি তুমি কেন বাগানে দাঁড়াও
আমি তো ভিতরে থাকি তুমি কেন বাইরে এসে খোঁজো

তখনও যখন তুমি ঝাঁপ দাও সীমাহীন জলে
তখনও যখন তুমি ভেসে যাও ভেঙে দিয়ে পাড়

আমিই তো তুলে ধরি আমিই তো খুলে দিই সব
সন্ন্যাসের ঝুলি ভরতে একে একে বৃষ্টিতে বিদ্যুতে

আর পূর্ণ হয়ে ওঠে শূন্য হয়ে ওঠে যে তোমার
আশ্রম গার্হস্থ্যেবদ্ধ সে কেবল গোপনে পোড়াতে

আমি তো ভিতরে থাকি তুমি কেন চেয়ে থাকো পথে
তুমি কেন কষ্ট পাও আমি থাকতে কাছে থাকতে এতো!

এক টুকরো গদ্য

তুমি আমাকে বৃষ্টিকে বৃষ্টি আকাশকে আকাশ দেখালে।
পথকে পথের অতিরিক্ত কিছু ভেবেই ভালবেসেছিলাম
শরীর থেকে আলাদা ক'রে নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলাম
তুমি আমাকে যেতে দিলে না আমাকে দেখতে দিলে না।
কী লিখব তাহলে? কী কথা দিয়ে রচনা করব কবিতাসন্ধ্যা।
এদিকে আর দেরি করা চলে না যে। ছায়া মিলিয়ে যাবার আগে
আলো ফুরিয়ে যাবার আগে আলোছায়ার হাত ধ'রে
যে কথা বলতে চাই তা কি এই নুন আর পান্তার কাহিনী
তা কি এই প্রতিভার জাদু ঘোরলাগা ভেল্কির তামাসা?
তুমি কথা দিয়েছিলে। আমি বিশ্বাস করেছিলাম।
তুমি ব্যথা দিয়েছিলে। আমি শুষে নিয়েছিলাম।
তোমার সমস্ত মায়ালোক আমি করতলের তৃষ্ণায় পান করেছিলাম।
আজও তার চিহ্ন লেগে আছে আমার মণিহীনতায়
আজও তার নিরবচ্ছিন্ন আঘাতে অভিঘাতে ভেঙে যায় কার্যকারণতা
সুরের পর সুর মিড়ের পর মিড় টেনে টেনে বেজে যায় জীবন—
শুধু আমার দেখা হলো না জাগা হলো না বেজে ওঠা হলো না।
তুমি আমাকে বৃষ্টিকে বৃষ্টি আকাশকে আকাশ দেখালে।
আমার মাঝখানের এই কান্না আমার অপরিণামের অন্ধকার
অপ্রেমের এই অচরিতার্থতা অসার্থকতা ছড়িয়ে রইল
পাহাড়ের পর পাহাড় হয়ে প্রান্তরের পর প্রান্তর হয়ে।
হে গভীর হে গম্ভীর হে পরিপূর্ণ হে পরম নিস্তব্ধ
হে গোপন হে সুন্দর আমাকে দেখাও আমাকে দেখতে দাও
অন্তত এই শেষ আলোয় মুহূর্তের জন্যে উন্মোচন করো
আর আমি আমার সমস্ত হৃদয় মেলে দিই তোমার দিক দিগন্তে!

এর নাম

এর নাম বাড়িঘর এর নাম সোনার সংসার
গার্হস্থ্যকে আশ্রমের মর্যাদাও দেওয়া হয়ে থাকে
চতুঃর চতুর হাসি মেলে ধরে বিপুল ছলনা
চলে এসো চলে এসো শাখাপ্রশাখায় ডাকে হাওয়া
তুম অপ্রতিভ তুমি অপ্রস্তুত আসা চলে যাওয়া

এতই সহজ! রোজ তিলে তিলে জমেছে পাহাড়
প্রান্তর সজল মরু খেজুরের বন উট পশম কম্বল
এর নাম বাড়িঘর এর নাম সংসার-সম্বল।

একটি কথা

বলেছি কি? তবু আরো বলি।
আমার একটাই কথা একটাই কথা যে।
আমার অনেক নাম বহু দেশ তবু
আমার দ্বিতীয় নেই একটি মাত্র বাড়ি।
আমার অনেক বন্ধু তবু বন্ধু নেই।
আমার অনেক শত্রু তবু শত্রু নেই
আমার অনেক বৃত্তি তবুও বেকার
সর্বত্র অবাধে যাই বাড়ি না ছেড়েও
সমস্ত কিছুই দেখি আবার দেখি না।
এই স্ববিরোধময় আমাকে নেবে না
কোনো সংঘ তথাগত প্রথার সমাজ।
এ যে কী পরম লাভ তুমি শুধু জানো।
তোমারও একটিই কথা ভেসে ভেসে আসে
আমারও একটিই কথা ভেসে ভেসে যায়
বলেছি? অনেকবার? তবু আরো বলি ঃ
ভালবাসো ভালবাসি ভালবাসতে দাও।

বিশ্বাস

আমি আমার বিশ্বাসগুলিকে নিয়ে
অনেক দূর অব্দি গিয়েছিলাম
যেখান থেকে সত্য মিথ্যার সীমারেখা প্রায় ছোঁয়া যায়
অবচেতনের তলে রঙিন মাছের মতো দেখা যায়
কামনাগুলি
কেউ নেই কিছু নেই এমন ধূধূ প্রান্তরে কাঁটালতার ফুলে
হাসির টুকরোর মতো স্মৃতি
দিকচিহ্নহীন মরুবালুতে জ্যোৎস্না
শুধু সহায়সম্বলহীন ক'টি বিশ্বাস
মজাদীঘির পদ্মের মতো মুখ তুলে থাকত সূর্যের দিকে

ঝাঁপ দিয়ে পড়ত খরস্রোতা নদীতে
প্রতিটি শব্দ থরথর করত
প্রেমের বেদনায়
এখন ওদের কোথায় যে রেখে যাই
কার কাছে
মরুঝড়ে বালির পরতে পরতে ঢেকে যাবে ওরা
ঢেউএর খিদেয় তলিয়ে যাবে সব
লাভার লোভের স্রোতে গ'লে যাবে
মৃত্তিকাবদ্ধ মৃত্তিকালগ্ন জীবনের বিশ্বাসগুলি
আকাশে কি রাখা যাবে
আকাশ তো সব মুছে দেয় সীমাহীন নীলে
কিছু মনে রাখে না
তাহলে
অঞ্জলি পেতে কে তুমি এ দায়ভার নিতে চাইছো?
এর কষ্টে তুমি জানো?
হা হা করে হাসির গমকে
শুষে নিচ্ছো সব এমন কি অবিশ্বাসও!
এমন কি আমাকেও!
কে তুমি আনন্দ
কে তুমি সুন্দর
কে তুমি অনির্বচনীয়!
তুমিই বিশ্বাস!

আমার বন্ধুকে তুমি

আমার বন্ধুকে তুমি ভালবাসা দাও
আমার বন্ধুকে তুমি ডোবাও ভাসাও
আমার বন্ধুকে তুমি আমার বন্ধুকে তুমি ... দাও
আমার আনন্দভস্ম দগ্ধ অবশেষ।

এ এক বিরোধাভাস তোমার বিস্ময়
আগুনের হিমে নীল কখনো কি হয়?
তবু তো দেখেছো তুমি ঠিক সে সময়
আমার সজলশ্রম অন্ধ অনিমেষ!

আমার বন্ধুকে তুমি পার করে দিলে!